THE STAMP ACT.
No. 1 OF 1879.

নূতন।

ইষ্টাম্পবিষয়ক।

ইং ১৮৭৯ সালের ১ আইন।

অর্থাৎ

ইষ্টাম্প বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭৯ সালের আইন।

শ্রীনৃত্যলাল শীল কর্ত্তৃক

গবর্ণমেণ্ট গেজেট হইতে অবিকল উদ্ধৃত এবং বিশেষরূপে
সংশোধিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

এন্, এল্, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত।

নং ৯৯ আহরীটোলা।

১২৮৫।

মূল্য চারিআনা।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইষ্টাম্পের মাসুল বিষয়ক বিধি।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইষ্টাম্প নির্ণয় করণবিষয়ক বিধি।

চতুর্থ অধ্যায়।

যে নির্শনপত্রের উপর নিয়মিত ইষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই তদ্বিষয়ক বিধি।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রশ্ন ও পুনরালোচনা বিষয়ক বিধি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নষ্টীকৃত বা অনাবশ্যক ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরাইয়া দিবার বিধি।

সপ্তম অধ্যায়।

পরিশিষ্ট বিধি।

অষ্টম অধ্যায়।

অপরাধ ও দণ্ড প্রণালী বিষয়ক বিধি।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

১৮৭৯ সালের ১ আইন।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইন মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৭৯ সালের জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে অনুমোদনকরাতে তাহা সাধারণের জ্ঞাপনার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

ইষ্টাম্প বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন,, নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

আইন যে যে স্থানে ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে,

আইন যে অবধি চলিবে তাহার কথা।

এবং ১৮৭৯ সালের এপ্রেল মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রবল হইবে।

যে যে আইন রহিত হইবে তাহার কথা।

২ ধারা। তৃতীয় তফসীলে যে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই তফসীলের তৃতীয় ঘরে সেই২ আইনের যে সকল ধারা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত দিবস অবধি সেই সেই ধারা প্রভৃতি রহিত হইবে। কিন্তু ১৮৬৯ সালের ইষ্টাম্পের সাধারণ আইন অনুসারে কৃত ও তৎকালে বলবৎ যে যে বিধি এই আইন সঙ্গত হয় সেই সেই বিধি এই আইন অনুসারে কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, এবং ১৮৬৯ সালের ইষ্টাম্পের সাধারণ আইনের পরে প্রচলিত অন্যান্য আইনে উক্ত আইন সম্বন্ধে যে যে উল্লেখ আছে তাহা এই আইন সম্বন্ধে উল্লেখ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা বিপরীত বোধ না হইলে,

(১) কুঠিয়াল শব্দে ব্যাঙ্ক অর্থাৎ কুঠি এবং কুঠিয়ালের ব্যবসায় করে এরূপ ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

"বিল অফ একসচেঞ্জ।,,

(২) "বিল অফ একসচেঞ্জ,, শব্দে হুণ্ডীও বুঝাইবে।

"বিল অফ লেডিং।,,

(৩) কোন নিদর্শনপত্রে যে মাল নির্দ্দিষ্ট থাকে জলযানের স্বামী কি তাঁহার কর্ম্মকারক তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঐ পত্রের লিখিত কিম্বা লক্ষিত স্থানে ও ব্যক্তির নিকটে পঁহুছাইয়া দিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বাক্ষর করিলে "বিল অফ লেডিং,, শব্দে সেই নিদর্শনপত্রও বুঝাইবে।

(৪) "বাণ্ড,, শব্দের এই এই অর্থ—

"বাণ্ড,, অর্থাৎ নিবন্ধপত্র।

(ক) যে নিদর্শনপত্রদ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এই নিয়মে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন, যে নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্য করা গেলে কিম্বা স্থল বিশেষে না করা গেলে ঐ নিবন্ধ ব্যর্থ হইবে, সেই নিদর্শনপত্র, ও

(খ) আজ্ঞামতে অথবা বাহকের নিকট পরিশোধনীয় নয় সাক্ষীর স্বাক্ষরিত এমন যে নিদর্শনপত্রে কোন ব্যক্তি অন্য কাহাকে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন, তাহা, ও

(গ) উক্তমতে স্বাক্ষরিত যে নিদর্শনপত্রদ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য কাহার নিকট শস্য বা কৃষ্যুৎপন্ন অন্য দ্রব্য অর্পণ করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহা।

"মাসুল যোগ্য,,

(৫) এই আইন প্রবল হইলে যে নিদর্শনপত্র সম্পাদিত বা প্রথম সম্পাদিত হয় তৎসম্বন্ধে "মাসুলযোগ্য,, শব্দে এই আইন অনুসারে মাসুলযোগ্য বুঝাইবে এবং অন্য নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে যৎকালে সেই নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হয়, অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইলে যৎকালে সেই নিদর্শনপত্র প্রথম সম্পাদিত হয় তৎকালে ব্রিটিস ভারতবর্ষে যে আইন প্রবল ছিল তদনুসারে মাসুলযোগ্য বুঝাইবে।

"চ্যাক।,,

(৬) টাকা চাহিবামাত্র তাহা পরিশোধনীয় এই মর্ম্মের বিল অফ একসচেঞ্জ কোন কুঠিয়ালের উপর দেওয়া গেলে "চ্যাক,, শব্দে সেই লিপি বুঝায়।

"রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।,,

(৭) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ও বঙ্গদেশের ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবদের কর্তৃত্বাধীন দেশে "রাজস্বসম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়ক,, এই শব্দে রেভিনিউ বোর্ডকে বুঝাইবে, সিন্ধু ও বোম্বাই নগরের সীমার বহির্ভূত কিন্তু বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত স্থানে রেভিনিউ কমিশুনর সাহেবকে ও সিন্ধুদেশে কমিশুনর সাহেবকে ও পঞ্জাবদেশে ফিনানশুল কমিশুনর সাহেবকে এবং অন্যত্র স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে অথবা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এতৎপক্ষে নাম উল্লেখ দ্বারা অথবা পদোপলক্ষে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাকে বুঝাইবে।

"কালেক্টর।,,

(৮) কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের সীমার মধ্যে "কালেক্টর,, শব্দে কলিকাতার কিম্বা মান্দ্রাজের কিম্বা বোম্বাইর কালেক্টর সাহেবকে বুঝাইবে। ও সেই সেই নগরের সীমার বহির্ভূত স্থানে জিলার কালেক্টর সাহেবকে বুঝাইবে। এবং ঐ শব্দে ডেপুটী কমিশুনরকে ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এতৎপক্ষে নাম উল্লেখদ্বারা অথবা পদোপলক্ষে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে বুঝাইবে।

"সমর্পণপত্র।,,

(৯) যে নিদর্শনপত্রক্রমে স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তির বিক্রয়পূর্ব্বক আদান প্রদান হয় "সমর্পণপত্র,, শব্দে সেই নিদর্শনপত্র বুঝাইবে।

"নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প করা।,,

(১০) কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদিত বা প্রথম সম্পাদিত হইবার কালে তৎপ্রতি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে যে আইন বর্ত্তিত সেই আইন অনুসারে সেইনিদর্শনপত্র ইষ্টাম্প করা হইলে বা তদনুযায়ি কোন ছাপা ইষ্টাম্প যুক্ত কাগজে লেখা গেলে তাহা "নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প করা,, গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

"বণ্টনপত্র।,,

(১১) যে নিদর্শনপত্রক্রমে কোন সম্পত্তির সহস্বামিরা আপনাদের মধ্যে সেই সম্পত্তি বিভাগ করেন কিম্বা করিতে সম্মত হন "বণ্টনপত্র,, শব্দে সেই নিদর্শনপত্র বুঝাইবে রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষের বণ্টন করিবার চূড়ান্ত আদেশও উক্ত শব্দে বাচ্য।

(১২) "ভোগানুমতি পত্র,, শব্দে স্থাবর সম্পত্তির ভোগানুমতি পত্র এবং নিম্নলিখিত লিপিগুলিও বুঝাইবে

(ক) পাট্টা ও

"ভোগানুমতিপত্র।,,

(খ) পাট্টার কবুলিয়ত নয় এমন যে কবু-

নিয়তি বা অন্যতর লিপিদ্বারা স্থাবর কোন সম্পত্তি আবাদ কি অধিকার করিবার কি তজ্জন্যে খাজানা দিবার বা অর্পণ করিবার অঙ্গীকার করা যায় তাহা,

(গ) যে লিপিদ্বারা কোন প্রকারের টোল ইজারা দেওয়া যায়, তাহা, ও

(ঘ) ইজারার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইল প্রার্থনাপত্রের উপর এইরূপ যাহা কিছু লেখা হয়, তাহা।

"বন্ধকীপত্র।,,

(১৩) যে নিদর্শনপত্রক্রমে কর্জ্জস্বরূপ যে টাকা দেওয়া গেল বা দেওয়া যাইবে তাহ কিম্বা বর্ত্তমান কি উত্তরকালীন কোন ঋণের টাকা সুরক্ষা করিবার জন্যে কিম্বা কোন অঙ্গীকার পালন সুসিদ্ধ করিবার জন্যে, নির্দ্দিষ্ট কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি কোন স্বত্ব অন্য কাহাকে বা কাহার অনুকূলে হস্তান্তর বা সৃষ্টি করিলে "বন্ধকীপত্র,, শব্দে সেই নিদর্শনপত্রও বুঝায়।

"কাগজ।,,

(১৪) "কাগজ,, শব্দে বেলম কি পার্চমেণ্ট কিম্বা অন্য যে দ্রব্যের উপর নিদর্শনপত্র লেখা যায়, সেই দ্রব্যও বাচ্য।

"বিমাপত্র।,,

(১৫) কোন ব্যক্তি প্রিমিয়ম অর্থাৎ নিয়মাধীন অগ্রিম টাকা পাইয়া যে নিদর্শনপত্রে অনিশ্চিত কি অনুভাবিত ঘটনাদ্বারা সম্ভাবিত ক্ষতি কি হানি কি দায় হইতে অন্য ব্যক্তির ক্ষেমপ্রতিবিধান করেন "বিমাপত্র,, শব্দে সেই নিদর্শনপত্র বুঝাইবে।

ইহাতে জীবনের বিমাপত্রও বুঝাইবে।

"মোখ্‌তারনামা।,,

(১৬) আদালতের রসুম বিষয়ক সাময়িক প্রচলিত আইনক্রমে মাসুলযোগ্য নহে এরূপ যে লিপিদ্বারা কেহ কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আপনার পক্ষ হইয়া কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা দেন "মোখ্‌তারনামা,, শব্দে সেই লিপি বুঝাইবে।

"রসীদ।,,

(১৭) যে কোন মনুষ্য কি মর্ম্মিকলিপি কি লিখন কি বিজ্ঞাপনপত্রদ্বারা কোন টাকা কি "বিল অফ এক্সচেঞ্জ,, কি চ্যাক কি প্রমিসরি নোট পাওয়া স্বীকৃত হয় কিম্বা কর্জ্জ শোধোপলক্ষে কোন অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্তি স্বীকৃত হয়, কিম্বা কোন ঋণ কি দাওয়া অথবা ঋণের কি দাওয়ার কোন অংশ নিষ্পত্তি হওয়া কি চুকিয়া যাওয়া কি শোধ হওয়া স্বীকার করা যায় অথবা যাহার অর্থে বা মর্ম্মে উক্ত মত স্বীকার জ্ঞান করা যায় সেই লিপিতে কোন ব্যক্তির নামের স্বাক্ষর থাকুক বা না থাকুক, "রসীদ,, শব্দে তাহা বুঝাইবে।

"তফসীল।,,

(১৮) "তফসীল,, এই শব্দে এই আইনের সংযুক্ত তফসীল বুঝাইবে।

"নিরূপণপত্র।,,

(১৯) নিরূপণকারী

(ক) বিবাহের উপলক্ষে অথবা।

(খ) স্বীয় পরিবারের মধ্যে কি যাহাদের উপায় করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিবার অভিপ্রায় করিয়া অথবা

(গ) ধর্ম্মার্থে বা পরোপকারার্থে অস্থির বিনিয়োগ ভিন্ন অন্য কোন লিখন দ্বারা স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিয়ম করিলে "নিরূপণপত্র,, শব্দে সেই লিপি বুঝাইবে।

উক্তরূপ নিয়ম করিবার লিখিত অঙ্গীকারও সেই শব্দে বাচ্য।

"জলযান।,,

(২০) জলপথ দিয়া মনুষ্য বা সম্পত্তি লইয়া যাইবার উদ্দেশে যে বস্তু নির্ম্মিত হয় "জলযান,, শব্দে সেই বস্তু বুঝাইবে।

"লিখিত,, ও "লিপি।,,

(২১) কাগজে যে কোন চিহ্নদ্বারা শব্দ কি অঙ্ক প্রকাশ করা যায়, "লিখিত,, ও "লিপি" এই এই শব্দে ঐ চিহ্ন বুঝাইবে।

তফসীল আইনের অঙ্গস্বরূপ গণ্য হইয়া পাঠ করিবার কথা।

৪ ধারা। তফসীল ও তদন্তর্গত যাহা কিছু আছে সকলই এই আইনের অঙ্গস্বরূপ জ্ঞান করিয়া পাঠ করা যাইবে ও তদ্রূপ কার্য্যও করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ষ্ট্যাম্পের মাসুল বিষয়ক বিধি।

ক—নিদর্শনপত্রে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবার কথা।

যে যে নিদর্শনপত্র মাসুলযোগ্য তাহার কথা।

৫ ধারা। দ্বিতীয় তফসীলের লিখিত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন উপযুক্ত মাসুল বলিয়া প্রথম তফসীলে যে নিদর্শনপত্রের যৎপরিমিত মাসুল নির্দ্দিষ্ট আছে নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্রগুলি তৎপরিমিত মাসুল যোগ্য হইবে।

(ক) প্রথম তফসীলের উল্লিখিত যে প্রত্যেক নিদর্শনপত্র কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সম্পাদিত না হইয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষে ১৮৭৯ সালের এপ্রেল মাসের প্রথম দিবসে কি তৎপরে সম্পাদিত হয় তাহা,

(খ) যে যে বিল অফ একুসচেঞ্জ কি চ্যাক কি প্রমিসরি নোট সেই দিবসে কি তৎপরে ব্রিটিস ভারতবর্ষের সীমার বাহির কোন স্থানে লেখা কি করা যায় ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে কোন স্থানে সাকরান হয় কি তাহার টাকা দেওয়া যায় কি সাকরাইবার কি টাকা প্রাপ্তির নিমিত্ত উপস্থিত করা যায় কিম্বা যাহার পৃষ্ঠলিপি হয় কি যাহা হস্তান্তর করা যায় কি প্রকারান্তরে ক্রয়বিক্রয় হয় তাহা ও

(গ) (বিল অফ একুসচেঞ্জ কি চ্যাক কি প্রমিসরি নোট ভিন্ন) প্রথম তফসীলের লিখিত যে নিদর্শনপত্র উক্ত দিবসে কি তৎপরে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সম্পাদিত না হইয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন স্থানে সম্পাদিত হয় ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে কোন সম্পত্তির কিম্বা যাহা করা গেল কি করা যাইবে এমন কোন কার্য্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষ মধ্যে গৃহীত হয় তাহা।

এক এক ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন লিপির ব্যবহার হইলে তাহার কথা।

৬ ধারা। বিক্রয় কি ভোগানুমতি কি বন্ধকী কি নিরূপণপত্রসম্পর্কীয় কোন ব্যাপার সমাধা করণার্থে ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শনপত্রের ব্যবহার হইলে প্রথম তফসীলমতে সমর্পণ কি ভোগানুমতি কি বন্ধকী কি নিরূপণপত্রের নিমিত্ত যে মাসুল নির্দ্ধারিত আছে উক্ত নিদর্শনপত্রের মধ্যে যেটি মুখ্য কেবল তাহারই উপর সেই মাসুল লাগিবে। উক্ত তফসীলমতে অন্য নিদর্শনপত্রে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট থাকুক, তাহার পরিবর্ত্তে উক্ত প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে এক টাকা মাসুল লাগিবে।

উক্ত নিদর্শনপত্রের মধ্যে কোনটি এই ধারার কার্য্যপক্ষে মুখ্য বলিয়া গণ্য হইবে, পক্ষেরা ইহা স্থির করিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় নিদর্শন পত্রের কথা।

৭ ধারা। কোন এক নিদর্শনপত্র ভিন্ন২ বিষয়সম্বন্ধীয় হইলে এই আইনমতে সেই২ বিষয়ের পৃথক২ নিদর্শনপত্রে যে যে মাসুল লাগিত তাহার মোট মাসুল উক্ত নিদর্শনপত্রে লাগিবে।

কোন লিপি তফসীলের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার মধ্যে ধরিতে পারিলে তাহার কথা।

এই ধারার প্রথম প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন প্রথম তফসীলভুক্ত দুই কি তদধিক বর্ণনার মধ্যে ধরা যাইতে পারে কোন নিদর্শনপত্র এমন ভাবে লেখা গেলে সেই সেই বর্ণনার উল্লিখিত হারের পরস্পর বিভিন্নতা থাকিলে উক্ত নিদর্শনপত্রে অত্যুচ্চ যে হার তাহাই দেওয়া যাইবে, কিন্তু যে মাসুলযোগ্য নিদর্শন পত্রের উপযুক্ত মাসুল প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অনুলিপি বা দোকর লিপির উপর এই প্রকরণের কোন কথা দ্বারা, এক টাকার অধিক মাসুল লাগিবে না।

ইষ্টাম্পের মাসুল ন্যূন কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

৮ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে কিম্বা কোন ভাগে কোন নিদর্শনপত্রের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীগত নিদর্শনপত্রের কিম্বা ঐ শ্রেণীগত কোন কোন নিদর্শনপত্রের কিম্বা যে নিদর্শনপত্র বিশেষ কোন শ্রেণীগত ব্যক্তিদের দ্বারা বা অনুকূলে সম্পাদিত হয় কিম্বা

ঐ শ্রেণীগত বিশেষ কোন ব্যক্তির দ্বারা বা অনুকূলে সম্পাদিত হয় সেই নিদর্শনপত্রের যত মাসুল নির্দ্ধারিত আছে ভাবি কি ভূত কালের অর্থাৎ এই দুয়ের মধ্যে যে কাল সম্পর্কে হউক তাহা ন্যূন কি ক্ষমা করিতে পারিবেন, ও

(খ) এতৎক্রমে যে ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে তাহা যত দূর ব্যাপ্ত হয় ততদূর তিনি উক্ত আজ্ঞা রহিত কিম্বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

খ।—ইষ্টাম্প ও তাহার ব্যবহার করিবার নিয়মের কথা।

মাসুল যে প্রকারে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৯ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের বিশেষ বিধান না থাকিলে কোন নিদর্শনপত্রের উপর যে মাসুল লাগিতে পারে, তাহা

(ক) এই আইনের বিধানানুসারে অথবা

(খ) এইরূপ বিধান না বর্ত্তিলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধি করিয়া যে আদেশ করেন তদনুসারে

ইষ্টাম্প দ্বারা দেওয়া যাইবে, আর সেই ইষ্টাম্প নিদর্শনপত্রে বসান গেলেই মাসুল যে দেওয়া গেল ইহার চিহ্নস্বরূপ প্রকাশ থাকিবে।

এই ধারানুসারে যে সকল বিধি প্রণয়ন করা যাইবে, তন্মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পশ্চালিখিত বিষয়ের নিয়ম থাকিতে পারে,

(১) প্রত্যেক প্রকারের নিদর্শনপত্রে কিরূপ ইষ্টাম্প ব্যবহৃত হইতে পারিবে,

(২) যে সকল নিদর্শনপত্রে ছাপা ইষ্টাম্প লাগান যায়, যত সংখ্যক ইষ্টাম্প ব্যবহৃত হইতে পারিবে

(৩) হুণ্ডী যে কাগজে লেখা যায়, তাহার কি আয়তন হইবে।

আটাল ইষ্টাম্পের ব্যবহার করিবার কথা।

১০ ধারা। নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্র আটাল ইষ্টাম্প দিয়া ইষ্টাম্প করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ

(ক) চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় নহে এবং ভিন্ন ভিন্ন সেটে লিখিত এরূপ বিল অফ এক্সচেঞ্জের অংশ ভিন্ন যেং নিদর্শনপত্রে এক আনার মাসুল লাগিতে পারে তাহা, ও

(খ) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে যেং বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি প্রমিসরি নোট লেখা কি করা যায় তাহা, ও

(গ) কোন হাই কোর্টের তালিকায় আডভোকেট, উকিল বা আটর্ণির নাম লিখন, ও

(ঘ) নোটরী সম্পর্কীয় কার্য্য, ও

(ঙ) সাধারণ কোম্পানি কি সমাজের শ্যারের পৃষ্ঠলিপি দ্বারা যে হস্তান্তরপত্র হয়, তাহা।

আটাল ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করিবার কথা।

১১ ধারা। কেহ কোন ব্যক্তির সম্পাদিত মাসুলযোগ্য কোন নিদর্শনপত্রে আটাল ইষ্টাম্প বসাইলে, বসাইবার সময়ে এমন করিয়া অকর্ম্মণ্য করিবেন, যেন তাহা পুনর্ব্বার ব্যবহার করা যাইতে না পারে।

এবং কেহ আটাল ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে কোন লিপি সম্পাদন করিলে যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উক্ত ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করা না গিয়া থাকে উক্ত লিপি সম্পাদন কালে ঐ ইষ্টাম্প এমন করিয়া অকর্ম্মণ্য করিবেন যেন তাহা পুনর্ব্বার ব্যবহার করা যাইতে না পারে।

আটাল ইষ্টাম্প পুনর্ব্যবহারযোগ্যরূপে অকর্ম্মণ্য করা না গেলে কোন নিদর্শনপত্রে তাহা বসান থাকিলেও উক্ত ইষ্টাম্পের সঙ্গে যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর সেই নিদর্শনপত্রে ইষ্টাম্প বসান যায় নাই বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

ছাপা ইষ্টাম্পযুক্ত নিদর্শনপত্র যেমতে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১২ ধারা। ছাপা ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লিখিত প্রত্যেক নিদর্শনপত্র এমন করিয়া লেখা যাইবে যেন নিদর্শনপত্রের উপরিভাগে ইষ্টাম্প প্রকাশ থাকে ও অন্য কোন নিদর্শনপত্রে ব্যবহার করা কি লাগান যাইতে না পারে।

একই ইষ্টাম্প কাগজে কেবল একই নিদর্শনপত্র লেখা থাকিবার কথা।

১৩ ধারা। মাসুলযোগ্য কোন নিদর্শনপত্র যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা থাকে মাসুলযোগ্য দ্বিতীয় কোন নিদর্শনপত্র সেই কাগজে লেখা যাইবে না। কিন্তু যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন স্বত্ব সৃষ্ট বা প্রমাণীকৃত হয় সেই স্বত্ব হস্তান্তর করিবার মানসে কিম্বা তদ্রূপে যে টাকা বা

মালের আদায় বা অর্পণের কথা থাকে সেই টাকা বা মালের প্রাপ্তি স্বীকারার্থে নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্পযুক্ত, অথবা মাসুলযোগ্য নহে এরূপ যে পৃষ্ঠলিপি করা যায় এই ধারার কোন কথায় তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে না।

১২ ও ১৩ ধারার বিরুদ্ধে লিখিত
নিদর্শনপত্র ষ্ট্যাম্পা শূন্য বলিয়া
গণ্য হইবার কথা।

১৪ ধারা। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ ধারার বিরুদ্ধে লিখিত প্রত্যেক নিদর্শনপত্র ইষ্ট্যাম্পা শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যক্ত করণের কথা।

১৫ ধারা। কোন নিদর্শনপত্রে যে মাসুল দেওয়া হইয়াছে তাহা না জানা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কোন নিদর্শনপত্র যত মাসুলের যোগ্য অথবা মাসুল হইতে মুক্ত কি না কোন হেতুতে ইহা নির্ণয় করা যাইতে না পারিলে কালেক্টর সাহেবের নিকট এতৎ পক্ষে লিখিত প্রার্থনা করিয়া উভয় নিদর্শনপত্র উপস্থিত করা গেলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধি করিয়া যে নিয়ম করেন প্রাগুক্ত নিদর্শন পত্রে যে মাসুল দেওয়া হইয়াছে শেষোক্ত নিদর্শনপত্রে সেই নিয়মানুসারে তাহা ব্যক্ত করা যাইবে।

গ।—নিদর্শনপত্রের উপর ইষ্টাম্পা বসাইবার সময়ের কথা।

ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সম্পাদিত
নিদর্শনপত্রের কথা।

১৬ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সম্পাদিত যে-যে নিদর্শনপত্র মাসুলযোগ্য তৎসম্পাদনের পূর্ব্বে বা সময়ে তাহা ইষ্টাম্পাযুক্ত করা যাইবে।

বিল ও চ্যাক ও নোট ভিন্ন অন্যান্য যে
নিদর্শনপত্র ব্রিটিষ ভারতবর্ষের
বহির্ভূত কোন স্থানে সম্পা-
দিত হয় তাহার কথা।

১৭ ধারা। বিল অফ একসচেঞ্জ কি চ্যাক কি প্রমিসরি নোট ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সম্পাদিত যে নিদর্শন পত্রে উক্ত প্রকার মাসুল লাগিবে তাহা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্য কোন স্থানে প্রথম প্রাপ্ত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে ইষ্টাম্প করা যাইতে পারিবে, কিম্বা সেইরূপ নিদর্শনপত্রের নিমিত্ত যে বিশেষ প্রকার ইষ্টাম্পের প্রয়োজন তদ্দৃষ্টে তাহা সামান্য কোন ব্যক্তি দ্বারা রীতিমতে ইষ্টাম্পা করা যাইতে না পারিলে তাহা উক্ত তিন মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট লইয়া যাওয়া যাইতে পারিবে। আর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধি করিয়া যে নিয়ম করেন কালেক্টর সাহেব সেই নিয়ম পালন করিয়া নিদর্শনপত্র উপস্থিতকারি ব্যক্তি যত মূল্যের ইষ্টাম্পা চাহিয়া মূল্য দেন তত মূল্যের ইষ্টাম্পা বসাইয়া দিবেন।

যে বিল ও চ্যাক ও নোট ব্রিটিষ ভারত-
বর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে লেখা
যায় তাহার কথা।

১৮ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে যে বিল অফ একসচেঞ্জ কি চ্যাক কি প্রমিসরি নোট লেখা বা করা যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম যে ব্যক্তি তাহা ধারণ করেন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তি কোন স্থানে তাহা সাকরাইবার কিম্বা তাহার টাকা আদায় করিবার জন্যে উপস্থিত করণের কি পৃষ্ঠলিপি করণের কি হস্তান্তর কি বিক্রয়াদি করণের পূর্ব্বে তিনি সেই পত্রে উপযুক্ত ইষ্টাম্পা বসাইয়া অকর্ম্মণ্য করাইবেন।

কিন্তু ঐ বিল কি চ্যাক কি নোট ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে সেই পত্রধারি কোন ব্যক্তির হাতে আসিবার সময়ে তাহাতে উপযুক্ত আটাল ইষ্টাম্পা লাগান থাকিয়া ১১ ধারামতে অকর্ম্মণ্য করা গেলে আর এই আইনক্রমে যে ব্যক্তি দ্বারা ও যে সময়ে উক্ত ইষ্টাম্পা বসান ও অকর্ম্মণ্য করান উচিত ছিল তাহা সেই ব্যক্তি ও সেই সময় ভিন্ন অন্য কোনমতে বসান কি অকর্ম্মণ্য করান গিয়াছে পত্রধারির এমন বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে সেই ইষ্টাম্পা উক্ত পত্রধারির সঙ্গে যত দূর সম্পর্ক রাখে তত দূর নিয়মিতরূপে বসান ও অকর্ম্মণ্য করান বলিয়া জ্ঞান হইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি ইষ্টাম্পা বসাইবার কি অকর্ম্মণ্য করাইবার বিষয়ে ত্রুটি করিয়া দণ্ডের যোগ্য হইলে তিনি এই বিধানের কোন কথার বলে সেই দণ্ড হইতে মুক্তি পাইবেন না।

গ।—মাস্থলপক্ষে মুদ্রাবিশেষের মূল্য নির্ণয়ের কথা।

বিশেষ কোন মুদ্রাতে মূল্য নির্ণয় করিবার কথা।

১৯ ধারা। মূল্যপরিমিত মাস্থলযোগ্য কোন নিদর্শনপত্রের মূল্য পৌণ্ড ষ্টর্লিং কি করেন্সি পৌণ্ড কি ফ্রাঙ্ক কি ডলরে ব্যক্ত হইলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের প্রচলিত মুদ্রামতে ঐ মুদ্রার মূল্য নিম্নলিখিত হারানুসারে নিরূপিত হইয়া সেই নিদর্শনপত্রের উপর তদনুসারে মাস্থল লওয়া যাইবে। যথা

এক পৌণ্ড ষ্টর্লিং কিম্বা করেন্সি পৌণ্ড দশ টাকার তুল্য।

এক শত ফ্রাঙ্ক চল্লিশ টাকার তুল্য।

মেক্সিকো কিম্বা চীন দেশীয় এক ডলর দুই টাকা চারি আনার তুল্য।

অন্য বিদেশীয় মুদ্রার মূল্য নির্ণয় করিবার কথা।

২০ ধারা। অন্য কোন ভিন্ন দেশের কি উপনিবেশের চলিত মুদ্রা লক্ষ্য করিয়া যদি কোন নিদর্শনপত্রের উপর সেই মুদ্রার মূল্য পরিমিত ইষ্টাম্পের মাস্থল লাগে, তবে উক্ত নিদর্শনপত্রের তারিখে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ মুদ্রা যে দরে বিনিময় করা যায় তাহাই ঐ মুদ্রার মূল্য ধরিয়া তদনুসারে ঐ মাস্থল ধার্য্য হইবে।

ষ্টাক ও ক্রেয় বিক্রেয় সিকুরিটীর মূল্য নিরূপণের কথা।

২১ ধারা। কোন মূল্য সম্পত্তি কি ক্রেয় বিক্রেয় সিকুরিটী সম্পর্কীয় নিদর্শনপত্রের ইষ্টাম্পের মাস্থল মূল্যানুসারে ধরিতে হইলে, ঐ নিদর্শনপত্রের তারিখে ঐ মূল সম্পত্তির কি সিকুরিটী গড়ে যে মূল্য হয় তদনুসারে ইষ্টাম্পের মাস্থল ধরিতে হইবে।

বিনিময়ের হার বা গড় মূল্য ব্যক্ত থাকিবার ফলের কথা।

২২ ধারা। মুদ্রার বিনিময় যে হারে হইয়া থাকে তাহার, কিম্বা স্থল বিশেষে গড় মূল্যের কোন বর্ণনা নিদর্শনপত্রে লেখা থাকিলে, ও সেই বর্ণনানুসারে ঐ নিদর্শনপত্রের ইষ্টাম্প দেওয়া গেলে, যাবৎ তদ্বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায় ঐ বর্ণনার তাৎপর্য্যের সঙ্গে যত দূর সম্পর্ক আছে তত দূর সেই নিদর্শনপত্রে উপযুক্ত ইষ্টাম্প দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যে পত্রের দ্বারা সুদের নিয়ম করা যায় তাহার কথা।

২৩ ধারা। কোন নিদর্শনপত্রের নিয়মের মধ্যে যদি সুদ দিবার স্পষ্ট বিধান থাকে তবে তাহাতে সুদের কথা উল্লেখ না থাকিলে যত মাস্থল লাগিত সুদের নিয়ম থাকিলেও তদধিক লাগিবে না।

ঋণ পরিশোধার্থে অথবা উত্তরকালে টাকা দিবার নিয়মযুক্ত হস্তান্তর-পত্রের মাস্থল যে প্রকারে ধরা যাইবে তাহার কথা।

২৪ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রতি তাঁহার সমুদয় কি অংশতঃ পাওনা টাকাপরিশোধার্থে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে কিম্বা সেই সম্পত্তির উপর দায়স্বরূপে হউক বা নাই হউক কোন টাকা কি ষ্টাক স্পষ্টতঃ কি অনুভাবতঃ দিবার কি হস্তান্তর করিবার নিয়ম সহিত সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে যে মূল্যোপলক্ষে হস্তান্তরপত্রের মূল্য পরিমিত মাস্থল ধরা যায় উক্ত ঋণ কি টাকা কি ষ্টাক সেই সমুদয় মূল্যস্বরূপ অথবা স্থলবিশেষে তাহার অংশস্বরূপ গণ্য হইবে।

বার্ষিক বৃত্তি প্রভৃতির পক্ষে মূল্য ধরিবার কথা।

২৫ ধারা। কোন নিদর্শনপত্র বার্ষিক বৃত্তি কিম্বা নিরূপিত সময়েং দেয় অন্য টাকা দিবার প্রতিভূস্বরূপে করা গেলে কিম্বা যে বার্ষিক বৃত্তি কি অন্য টাকা নিরূপিত সময়েং দেয় তাহা সমর্পণপত্রের উল্লিখিত পণস্বরূপ হইলে, এই আইনের কার্য্যপক্ষে ঐ নিদর্শনপত্র যে টাকার প্রতিভূস্বরূপ হয় সেই টাকা অথবা স্থলবিশেষে ঐ সমর্পণপত্রের পণের টাকা দ্বারা,

(ক) টাকা নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত দেয় হওয়াতে মোট যত টাকা দিতে হইবে তা অগ্রিম নির্ণয় করা যাইতে পারিলে উক্ত মোট টাকা বুঝাইবে; আর

(খ) উক্ত টাকা চিরকালের নিমিত্ত অথব নিদর্শনপত্র কি সমর্পণপত্রের তারিখে বন্

কোন ব্যক্তির আয়ুঃশেষে সীমান্ত নহে এমত কোন অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত দেয় হইলে উক্ত নিদর্শনপত্রের কি সমর্পণপত্রের উল্লিখিত নিয়মানুসারে সেই নিদর্শনপত্রের কি সমর্পণপত্রের তারিখের অব্যবহিত পরে ২০ বৎসরের মধ্যে যে মোট টাকা দেয় হইবে কি হইতে পারিবে তাহাই বুঝাইবে; আর

(গ) ঐ নিদর্শনপত্র কি সমর্পণপত্র সম্পাদনের তারিখে বর্ত্তমান কোন ব্যক্তির আয়ুঃ শেষ হইলেই যে কালও শেষ হইবে উক্ত টাকা অনির্দ্দিষ্ট এমন কোন কালের নিমিত্ত দেয় হইলে ঐ নিদর্শনপত্রের কি সমর্পণপত্রের তারিখের অব্যবহিত পরে ১২ বৎসরের মধ্যে যে মোট টাকা উক্ত প্রকারে দেয় হইবে কি হইতে পারিবে তাহা বুঝাইবে।

নিদর্শনপত্রে উল্লিখিত বিষয়ের মূল্য নির্দ্ধারিত না হইলে ইষ্টাম্প বসাইবার কথা।

২৬ ধারা। সম্পাদনের বা প্রথম সম্পাদনের তারিখে মূল্যপরিমিত মাসুলযোগ্য নিদর্শন পত্রের টাকা কি বিষয়ের মূল্য যদি নির্ণয় করিতে না পারা যায়, অথবা (এই আইন প্রবল হইবার পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া) না পারা যাইত, তাহা হইলে যে ইষ্টাম্প ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সম্পাদনের তারিখে উক্ত প্রকারের কোন নিদর্শনপত্রে নির্দ্দিষ্ট অত্যধিক যত টাকা বা মূল্যের জন্য উপযুক্ত জ্ঞান করা যায় তত টাকা বা মূল্যের অধিক সেই নিদর্শনপত্রবলে দাওয়া করা যাইবে না।

নিদর্শনপত্রে মাসুল সম্পর্কীয় বিষয় উল্লেখ করিবার কথা।

২৭। যদি পণ থাকে তাহা এবং যে সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা দ্বারা কোন নিদর্শনপত্রের মাসুল যোগ্যতা বা মাসুলের পরিমাণ নিরূপিত হয় সেই সকল, সম্পূর্ণ ও প্রকৃতরূপে নিদর্শনপত্রে লিখিত হইবে।

সমর্পণপত্র বিশেষে মাসুল দিবার আদেশের কথা।

২৮ ধারা। (ক) সমুদয় সম্পত্তি কোন এক মূল্যে বিক্রয় করিবার চুক্তি হইয়া বিক্রেতার নিকট ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শনপত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে সমর্পণ করা গেলে পক্ষেরা যদ্রূপ বিহিত জ্ঞান করেন মূল্যের টাকা তদ্রূপ অংশাংশ করা যাইবে তাহাতে পৃথক পৃথক খণ্ডের সম্পর্কে পৃথক পৃথক যে সমর্পণপত্র করা যায় সেই সেই খণ্ডের মূল্যের টাকা সেই সেই পত্রে লেখা যাইবে এবং সেই পৃথক পৃথক মূল্যের সম্বন্ধে মূল্য পরিমিত যে মাসুল লাগে তাহা সেই২ সমর্পণপত্রে লাগিবে।

(খ) দুই কি তদধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া কিম্বা কোন এক ব্যক্তি আপনার ও অন্যদের পক্ষে অথবা শুদ্ধ অন্যদের পক্ষে কোন এক মূল্যে মোট কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করাতে মোট মূল্যের পৃথক পৃথক অংশ দিয়া যাঁহারা ক্রয় করিয়াছেন অথবা যাঁহাদের পক্ষে ক্রয় হইল সেই সম্পত্তি তাঁহাদের প্রতি পৃথক পৃথক খণ্ডে পৃথক২ নিদর্শনপত্র দ্বারা সমর্পণ করা গেলে যে সমর্পণপত্রে যে পৃথগংশের মূল্য নির্দ্দিষ্ট থাকে সম্পত্তির পৃথক খণ্ড সম্পর্কীয় সেই সমর্পণপত্রে মূল্য পরিমিত সেই মাসুল লাগিবে।

(গ) কোনব্যক্তি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিতে চুক্তি করিয়া তৎসংক্রান্ত সমর্পণপত্র না পাইয়াও অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলে আর তৎপ্রযুক্ত সেই সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ সেই অধীন ক্রেতার প্রতি সমর্পণ করা গেলে মুখ্য ক্রেতা অধীন ক্রেতার নিকট যে মূল্যে বিক্রয় করিলেন সেই মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সমর্পণপত্রের মূল্যপরিমিত মাসুল ধরা যাইবে।

(ঘ) কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া সমর্পণপত্র না পাইয়াও সেই সমুদয় সম্পত্তি অথবা তাহার কোন অংশ অপর ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলে আর তৎপ্রযুক্ত সেই সম্পত্তি মুখ্য বিক্রেতা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদের প্রতি অংশমতে সমর্পণ করা গেলে মুখ্য বিক্রয়ের টাকার কি মূল্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অধীন ক্রেতা যে যে মূল্যে যে যে খণ্ড ক্রয় করেন সেই মূল্য দৃষ্টেই সেই২ খণ্ডের সমর্পণপত্রে মূল্যপরিমিত মাসুল ধরা যাইবে আর অধীন ক্রেতারা সর্ব্বসুদ্ধ যত মূল্য দিয়াছেন তাহা মুখ্য বিক্রয়ের মূল্য হইতে বাদ দিয়া অতিরিক্ত যে টাকা থাকে উক্ত সম্পত্তির

অবশিষ্ট কোন সম্পত্তি থাকিলে সেই অবশিষ্ট সম্পত্তির নিমিত্ত মুখ্য—ক্রেতাকে যে সমর্পণপত্র দেওয়া যায় সেই অতিরিক্ত টাকা দৃষ্টেই সেই সমর্পণপত্রের মূল্যপরিমিত মাসুল ধরা যাইবে।

কিন্তু শেষোক্ত সমর্পণপত্রের ইষ্টাম্পের মাসুল কোন ক্রমে এক টাকার ন্যূন হইবে না,

(ঙ) অধীন কোন ক্রেতা যে মূল্যে নিজ বিক্রেতার স্বার্থ ক্রয় করিয়াছেন সেই মূল্য পরিমিত মাসুলের নিয়মিত ইষ্টাম্পযুক্ত সমর্পণপত্র বাস্তব প্রাপ্ত হইলে পর মুখ্য-বিক্রেতা যদি তাঁহাকে সেই সম্পত্তির সমর্পণপত্র দেন তবে মুখ্য বিক্রেতার প্রাপ্ত মূল্যের সমর্পণপত্রে যে মাসুল লাগিত উক্ত সমর্পণপত্রে তত্তুল্য মাসুল লাগিবে। কিন্তু সেই মাসুল পাঁচ টাকার অধিক হইলেও পাঁচ টাকা লাগিবে।

৬।—মাসুল যে পক্ষের দিতে হইবে তাতাহার কথা।

মাসুল যে পক্ষের দিতে হইবে
তাহার কথা।

২৯ ধারা। প্রকারান্তরের কোন নিয়ম না থাকিলে উপযুক্ত ইষ্টাম্পের মূল্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের দিতে হইবে, যথা,

(ক) প্রথম তফসীলের ২, ১১, ১৩, ১৪, ১৯, ২৪, ২৮, ২৯, ৩০, ৪৪, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৭ নম্বরের ও ৬০ নম্বরের (ক) ও (খ) প্রকরণের উল্লিখিত নিদর্শনপত্র হইলে যে পক্ষ তাহা লেখেন কি করেন কি সম্পাদন করেন তিনিই দিবেন।

(খ) বিমাপত্র হইলে, যে পক্ষের ক্ষতিপূরণের নিয়ম হয়, তিনি দিবেন।

(গ) সমর্পণপত্র হইলে, গ্রহীতা, ভোগানুমতি পত্র বা ভোগানুমতিপত্র সম্পর্কীয় নিয়ম পত্র হইলে, গ্রহীতা বা অভিপ্রেত গ্রহীতা দিবেন।

(ঘ) ভোগানুমতিপত্রের অনুলিপি হইলে, প্রদাতা দিবেন।

(ঙ) বন্টনপত্র হইলে, উল্লিখিত সম্পত্তিতে যাঁহাদের যে অংশ থাকে তাঁহারা সেই সেই অংশমতে অথবা রাজস্বসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে অংশ বিভাগ হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ যে পরিমাণ আদেশ করেন সেই পরিমাণে দিবেন।

(চ) বিনিময়পত্র হইলে, পক্ষেরা সমাংশ মতে দিবেন। ও

(ছ) বিক্রয়ের সর্টিফিকেট হইলে, সেই সর্টিফিকেট যে সম্পত্তির উপলক্ষে হইয়াছে সেই সম্পত্তির ক্রেতা দিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইষ্টাম্প নির্ণয় করণবিষয়ক বিধি।

উপযুক্ত ইষ্টাম্প নির্ণয় করিবার কথা।

৩০ ধারা। যাহাতে পূর্ব্বে ইষ্টাম্প দেওয়া হইয়াছে কি না হইয়াছে যদি কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট এমন কোন সম্পাদিত অথবা অসম্পাদিত নিদর্শনপত্র আনিয়া তাহাতে মাসুল লাগিলে কত লাগিবে এতদ্বিষয়ে তাঁহার মত জানিবার প্রার্থনা করেন ও তাহাতে কালেক্টর সাহেব স্থল বিশেষে যে আদেশ করেন উক্ত ব্যক্তি সেই আদেশমতে (পাঁচ টাকার অনধিক ও আট আনার অন্যূন) ফী দেন, সেই লিপির উপর মাসুল লাগিলে যত লাগিবে কালেক্টর সাহেব স্বীয় বিবেচনামতে তাহা নির্ণয় করিয়া দিবেন;

কালেক্টর সাহেবের চুম্বক প্রমাণ চাহিতে
পারিবার কথা।

এবং তিনি সেই অভিপ্রায়ে সেই লিপির চুম্বক চাহিতে পারিবেন আর তাহাতে মাসুল লাগিবে কি না অথবা কত মাসুল লাগিবে ইহা নির্ণয় করিবার জন্যে যে সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা জানা কর্ত্তব্য তাহা সেই লিপিতে সম্পূর্ণ ও প্রকৃত রূপে ব্যক্ত আছে কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত যে আফিডেবিট বা প্রমাণ লওয়া বিহিত জ্ঞান করেন তাহাও চাহিতে পারিবেন এবং যাবৎ উক্ত চুম্বক ও প্রমাণ প্রাপ্ত না হন উক্ত প্রার্থনার পক্ষে কোন কিছু করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

উপবিধান।

কিন্তু এই ধারানুসারে যে প্রমাণ দেওয়া যায় উক্ত লিপি যত মাসুলের যোগ্য ইহার অনু-

সন্ধান করণ ভিন্ন সেই প্রমাণ অন্য কোন দেও য়ানী কার্য্যপ্রণালীতে কোন ব্যক্তির বিপক্ষে ব্যবহার করা যাইবে না। আর যে ব্যক্তি উক্তমত প্রমাণ দেন তৎসম্পর্কীয় লিপির উপর সম্পূর্ণ যে মাসুল লাগিতে পারে তিনি তাহা দিলে সেই লিপিতে উপরোক্ত বৃত্তান্ত কি অবস্থা প্রকৃত রূপে ব্যাখ্যা করিবার ত্রুটি করাতে এই আইনমতে যে দণ্ডের যোগ্য হইয়াছিলেন সেই দণ্ড হইতে মুক্তি পাইবেন।

কালেক্টর সাহেবের সর্টিফিকেট দিবার কথা।

৩১ ধারা। ৩০ ধারামতে কোন লিপি কালেক্টর সাহেবের নিকট আনা গেলে, যদি তাঁহার বিবেচনায় তাহা মাসুলযোগ্য বোধ হয় এবং

(ক) তাহাতে সম্পূর্ণ মাসুল লাগান আছে কালেক্টর সাহেব ইহা স্থির করেন অথবা

(খ) কালেক্টর সাহেব ৩০ ধারামতে যে মাসুল নির্ণয় করেন তাহা কিম্বা লিপির পক্ষে ইতঃপূর্ব্বে যত মাসুল দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে যত টাকা যোগ করিলে নির্ণীত মাসুলের পরিমাণ সিদ্ধ হয় সেই টাকা দেওয়া গেলে,

যত মাসুল লাগিতে পারিত সেই সম্পূর্ণ মাসুল (টাকার সংখ্যা লিখিয়া) দেওয়া গিয়াছে কালেক্টর সাহেব উক্ত লিপির পৃষ্ঠে এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট লিখিবেন।

তাঁহার মতে সেই লিপি মাসুলযোগ্য না হইলে, তাহা মাসুলযোগ্য নহে কালেক্টর সাহেব এই কথা পূর্ব্বোক্ত প্রকার সর্টিফিকেটে লিখিবেন।

এই ধারানুসারে যে যে নিদর্শনপত্রে পৃষ্ঠলিপি হইয়াছে সেই সেই নিদর্শনপত্র নিয়মিত রূপে ইষ্টাম্প হওয়া অথবা স্থলবিশেষে মাসুলের অযোগ্য বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে কিম্বা তাহাতে মাসুল লাগিতে পারিলেও তাহা প্রমাণস্বরূপ কি প্রকারান্তরে গ্রাহ্য হইতে পারিবে এবং প্রথম স্থলে নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প হইলে তৎপক্ষে যদ্রূপ কার্য্য করা যাইতে পারিত ও তাহা যদ্রূপ রেজিষ্টরী হইতে পারিত তদ্রূপই কার্য্য করা যাইতে পারিবে ও তাহা তদ্রূপ রেজিষ্টরী হইতেও পারিবে।

কিন্তু—

ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সম্পাদিত বা প্রথম সম্পাদিত যে লিপি কালেক্টর সাহেবের নিকট সম্পাদনের বা স্থলবিশেষে প্রথম সম্পাদনের তারিখের এক মাসান্তে আনা যায়, কিম্বা

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সম্পাদিত বা প্রথম সম্পাদিত যে লিপি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের পর তাঁহার নিকট আনা যায়; কিম্বা।

যাহাতে এক আনার ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিতে পারে এরূপ যে লিপি অথবা যেকাগজে নিয়মিত ইষ্টাম্প বসান যায় নাই সেইকাগজের উপর লিখিত কি সম্পাদিত যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি প্রমিসরি নোট তাঁহার নিকট আনা যায়,

কালেক্টর সাহেব এইধারার কোন কথাদ্বারা সেই লিপির পৃষ্ঠে লিখিবার ক্ষমতা পাইবেন না।

৩০ ধারামতে ফী দিবার নিয়মের কথা।

৩২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে বিধি করেন তদনুসারে ৩০ ধারানুযায়ী প্রত্যেক ফী ইষ্টাম্পদ্বারা বা নগদ দিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

যে নিদর্শনপত্রের উপর নিয়মিত ইষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই তদ্বিষয়ক বিধি।

নিদর্শনপত্র পরীক্ষা ও আটক করিয়া রাখিবার কথা।

৩৩ ধারা। আইন কি পক্ষদের সম্মতিক্রমে প্রমাণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত ও পোলীসের কার্য্যকারকভিন্ন রাজকীয় সিরিস্তার ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকটে, তদীয় কার্য্য সাধনোপলক্ষে মাসুলের যোগ্য কোন নিদর্শন পত্র আনা গেলে অথবা আসিলে, তিনি তাহা নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প হওয়া বোধ না হইলে আটক করিয়া রাখিবেন।

তজ্জন্য এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত রূপ

মাসুলযোগ্য ও তৎসন্নিধানে আনীত বা উপস্থিত করা প্রত্যেক নিদর্শনপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে যৎকালে উক্ত নিদর্শন-পত্র সম্পাদিত বা প্রথম সম্পাদিত হয় তৎ-কালে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে যে আইন প্রবল ছিল উহা তদনুযায়ী মূল্যের ও প্রকারের ইষ্টাম্প যুক্ত কি না,

কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী-বিষয়ক আইনের ৪০ কি ৪১ অধ্যায়মত অথবা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটদিগের সম্বন্ধীয় আই-নের ১৮ অধ্যায়মত কার্য্য ভিন্ন ফৌজদারী আদালতের কোন মাজিষ্ট্রেট বা বিচারপতি অন্য কার্য্য সম্বন্ধে কোন নিদর্শনপত্র পরীক্ষা করিবেন কি আটক করিয়া রাখিবেন এই ধারার কোন কথাতে এই অর্থ বুঝাইবে না।

পরন্তু হাইকোর্টের জজ হইলে হাইকোর্ট এই ধারামতে পরীক্ষা করিবার ও আটক ক-রিয়া রাখিবার কার্য্যে যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করেন সেই কার্য্য তাঁহারই প্রতি অর্পিত হইতে পারিবে।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে যাঁহাদিগকে রাজ-কীয় সিরিস্তার ভারপ্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহা সন্দেহস্থলে সময়ে সময়ে নির্ণয় করিতে পারিবেন।

যে নিদর্শনপত্রে উপযুক্ত ইষ্টাম্প লাগান যায় নাই তাহা প্রমাণস্বরূপ অগ্রাহ্য হইবার কথা।

৩৪ ধারা। যে নিদর্শনপত্র মাসুলযোগ্য তাহা নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প করা না হইলে আইন বা পক্ষদিগের সম্মতিক্রমে প্রমাণ গ্রহ-ণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন উদ্দেশে প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না, অথবা এরূপ কোন ব্যক্তি বা রাজকীয় কর্ম্মচারী তদ-নুসারে কার্য্য করিবেন না, বা তাহা রেজিষ্টরী বা স্বাক্ষরিত করিবেন না।

উপবিধান। কিন্তু—

মাসুল ও দণ্ডের টাকা দেওয়া গেলে যে নিদর্শনপত্র গ্রহণ করা যায় তাহার কথা।

(১) যাহা কেবল এক আনা মাসুলযোগ্য কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি প্রমিসরি নোট নয় এমন কোন নিদর্শনপত্র যে মাসুলযোগ্য তাহার মাসুল দেওয়া গেলে কিম্বা (লিপিতে কম মূল্যের ইষ্টাম্প লাগান থাকিলে) উক্ত মাসুল পূরণার্থ বাকী টাকা ও তৎসহিত পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উপযুক্ত মাসুলের কি তাহার বাকী অংশের দশগুণটাকা পাঁচটাকার অধিক হওয়াতে সেই দশ গুণের তুল্য সংখ্যক টাকা দেওয়া গেলে সেই নিদর্শনপত্র ন্যায়-সঙ্গত বর্জ্জিত স্থলভিন্ন অন্যত্র প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করা যাইতে পারিবে।

বিশেষ যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় নিদ-র্শনপত্র গ্রহণ করা যায় তাহার কথা।

(২) ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪০ কি ৪১ অধ্যায়মত কিম্বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটদিগের সম্বন্ধীয় আইনের ১৮ অধ্যায়মত কার্য্য ভিন্ন এতল্লি-খিত কোন কথা ফৌজদারী আদালতের অন্যান্য কার্য্যপ্রণালীতে কোন নিদর্শনপত্রের প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবার বাধাজনক হইবে না।

নিদর্শনপত্র গ্রাহ্য হইলে তৎপক্ষে কোন আপত্তি না চলিবার কথা।

(৩) ৫০ ধারার বর্জ্জিত স্থলভিন্ন কোন নিদর্শন পত্র প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইলে তা-হাতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই ব-লিয়া গ্রাহ্য হইবার বিষয়ে আপত্তি সেই মোকদ্দমা বা কার্য্যপ্রণালীর কোন অবস্থায় চলিবে না।

নিদর্শনপত্র আটক করা গেলে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৫ ধারা। ৩৩ ধারানুসারে যে ব্যক্তি কোন নিদর্শনপত্র আটক করেন তিনি আইন অথবা পক্ষদের সম্মতিক্রমে প্রমাণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়াতে ৩৪ ধারামতে দণ্ডের টাকা লইয়া সেই নিদর্শনপত্র প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিলে তৎপক্ষে যে মাসুল ও অর্থদণ্ড লওয়া গেল তাহা শংসিতরূপে লিখিয়া উক্ত শংসিতলিপি সেই নিদর্শন-পত্রের জাবিতা প্রতিলিপির সঙ্গে দিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন এবং উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা কালেক্টর সাহে-

বের নিকট অথবা কালেক্টর সাহেব এই কার্য্য জন্য যাহাকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তির নিকটে পাঠাইবেন।

অন্য সকল স্থলে যে ব্যক্তি কোন নিদর্শন পত্র আটক করেন তিনি সেই আসল পত্র কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

৩৫ ধারার প্রথম পরিচ্ছেদমতে দণ্ডের টাকা কালেক্টর সাহেবের ফিরাইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

৩৬ ধারা। ৩৫ ধারার প্রথম পরিচ্ছেদ মতে কোন নিদর্শনপত্রের প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠান গেলে যদি কেহ এ বিষয়ে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করে সেই নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে পাঁচ টাকার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে তিনি স্বীয় বিবেচনামতে সেই অতিরিক্ত টাকার কোন অংশ ফিরিইয়া দিতে পারিবেন কিম্বা

১২ কি ১৩ ধারা উল্লঙ্ঘন করিয়া লেখা হইয়াছে বলিয়াই যে নিদর্শনপত্র আটক করা যায় তৎপক্ষে দণ্ডের যে টাকা দেওয়া গিয়াছে তিনি সেই সমুদয় টাকা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

যে নিদর্শন পত্র আটক করা গেল তাহাতে কালেক্টর সাহেবের ইষ্টাম্প লাগাইবার ক্ষমতার কথা।

৩৭ ধারা। কালেক্টর সাহেব ৩৩ ধারানুসারে কোন নিদর্শন পত্র আটক করিলে কিম্বা ৩৫ ধারার ২ প্রকরণমতে প্রেরিত কোন নিদর্শনপত্র প্রাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন,

(ক) উক্ত নিদর্শনপত্রে নিয়মিত ইষ্টাম্প দেওয়া গিয়াছে কিম্বা তাহাতে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না যদি তাঁহার এইমত হয় তবে নিয়মিত ইষ্টাম্প দেওয়া গিয়াছে অথবা স্থল বিশেষে ইষ্টাম্প লাগিবে না ঐ নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে এই মর্ম্মের সংক্ষিপ্ত কথা লিখিবেন এবং তাঁহার নিকট এতৎপক্ষে প্রার্থনা করা গেলে সেই নিদর্শনপত্র যে ব্যক্তির অধিকার হইতে আটককারী কার্য্যকারকের হস্তে পঁহুছিয়াছিল সেই ব্যক্তিকে অথবা তিনি অন্য কাহারো নিকটে অর্পণ করিতে বলিলে কালেক্টর সাহেব তাঁহাকেই সেই নিদর্শনপত্র ফিরাইয়া দিবেন।

(খ) উক্ত নিদর্শনপত্র মাসুলযোগ্য কিন্তু নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প করা যায় নাই কালেক্টর সাহেবের এই রূপ বিবেচনা হইলে তিনি পাঁচ টাকা অর্থদণ্ডসহ উপযুক্ত মাসুল অথবা সেই মাসুল পূর্ণ করিবার জন্যে যত টাকা লাগে তাহা চাহিবেন, কিম্বা উপযুক্ত মাসুলের কি বাকী অংশের দশগুণ টাকা পাঁচ টাকার অধিক হইলে তিনি স্বীয় বিবেচনামতে পাঁচ টাকার অন্যূন ও উক্ত মাসুলের কি মাসুলের অংশের টাকার দশগুণ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড করিবেন।

কিন্তু উক্ত নিদর্শনপত্র ১২ কি ১৩ ধারা উল্লঙ্ঘন করিয়া লেখা হইয়াছে বলিয়াই আটক করা গেলে কালেক্টর সাহেব স্বীয় বিবেচনামতে এই ধারার নির্দ্ধারিত সমুদয় অর্থদণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন।

এই ধারার (ক) প্রকরণমতে যে কোন সংসিত্তলিপি করা যায় তাহা এই আইনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উল্লিখিত বিবরণের সত্যতার সিদ্ধান্ত প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে।

যে নিদর্শনপত্রে কেবল এক আনা মাসুল লাগে এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি অথবা বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি প্রমিসরি নোটের প্রতি বর্ত্তিবে না।

অকস্মাৎ কোন কারণে যে নিদর্শনপত্রে ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প লাগান যায় তাহার কথা।

৩৮ ধারা। মাসুলযোগ্য যে নিদর্শনপত্রে নিয়মমত ইষ্টাম্প লাগান যায় নাই কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহা সম্পাদনের বা প্রথম সম্পাদনের তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করাইলে আর তাহাতে নিয়মমত ইষ্টাম্প লাগান যায় নাই এই কথা কালেক্টর সাহেবের গোচর করাইয়া উপযুক্ত মাসুল অথবা তৎপূরণ করিবার নিমিত্ত যে টাকা লাগিবে তাহা দিতে স্বীকৃত হইলে এবং সেই নিদর্শনপত্রে অকস্মাৎ কিম্বা ভুলক্রমে কি প্রবলতর কোন কারণে উপযুক্ত ইষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই কালেক্টর সাহেব ইহা জ্ঞানবোধমতে জানিলে তিনি

৩৩ ও ৩৭ ধারামতে কার্য্য না করিয়া উক্ত টাকা গ্রহণ করিয়া অব্যবহিত পরের লিখিত বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

যে নিদর্শনপত্রে কেবল এক আনা মাসুল লাগিতে পারে এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি অথবা বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি প্রমিসরিনোটের প্রতি বর্ত্তিবে না।

৩৪, কি ৩৭, কি ৩৮ ধারামতে যে নিদর্শনপত্রে মাসুল দেওয়া হইয়াছে তাহার পৃষ্ঠলিপি করিবার কথা।

৩৯ ধারা। কোন নিদর্শনপত্রে যে মাসুল ও (অর্থদণ্ডও বর্ত্তিলে) যে অর্থদণ্ড লাগিতে পারে তাহা ৩৪ কি ৩৭ কি ৩৮ ধারামতে দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি সেই নিদর্শনপত্র প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করিয়াছেন অথবা স্থলবিশেষে কালেক্টর সাহেব নিদর্শনপত্রের পক্ষে উপযুক্ত মাসুল কিম্বা স্থলবিশেষে উপযুক্ত মাসুল ও অর্থদণ্ডের টাকা (উভয় পরিমাণ টাকার সংখ্যা এই স্থলে লেখা যাইবে) আদায় হইয়াছে এই কথা এবং আদায়কারি ব্যক্তির নাম ও ধাম সেই নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে সংসিতরূপে লিখিয়া দিবেন।

যেং নিদর্শনপত্রে এইরূপ পৃষ্ঠলিপি হইয়াছে তাহা প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবে ও নিয়মিতরূপে ইস্টাম্প করা হইয়াছে বলিয়া তাহা রেজিষ্টরী করা যাইবে ও তদনুসারে কার্য্য করা যাইতে পারিবে ও তাহা স্বাক্ষরিত করা যাইতে পারিবে এবং তাহা যে ব্যক্তির অধিকার হইতে আটককারী কার্য্যকারকের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল সেই ব্যক্তির প্রার্থনামতে হয় তাঁহাকেই না হয় তিনি যাঁহাকে দিতে বলেন তাঁহাকেই ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।

কিন্তু যে নিদর্শনপত্র মাসুল ও দণ্ড দিবার পরে ৩৫ ধারানুসারে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইয়াছে তাহা আটকের তারিখ অবধি এক মাস অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে অথবা তাহা আরো আটক করিয়া রাখা আবশ্যক কালেক্টর সাহেব এইরূপ সংশিত লিপি লিখিয়া সেই লিপি অকর্ম্মণ্য না করিলে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে না।

কিন্তু এই ধারার কোন কথায় দেওয়ানী কার্য্য বিধির ১৪৪ ধারার ৩ প্রকরণের কোন বাধা হইবে না।

ইষ্টাম্প আইন উল্লঙ্ঘন করিবার অপরাধ সম্বন্ধে মোকদ্দমা করিবার কথা।

৪০ ধারা। কোন নিদর্শনপত্র পক্ষে এই অধ্যায়মতে অর্থদণ্ড আদায় করা গেলেও কোন ব্যক্তি তৎসংক্রান্ত ইস্টাম্প বিষয়ক আইন লঙ্ঘন অপরাধ করিয়াছেন বোধ হইলে তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না।

উপবিধান (

কিন্তু উপযুক্ত মাসুল এড়াইবার কল্পনায় অপরাধ করা হইয়াছিল কালেক্টর সাহেব ইহা বুঝিতে না পারিলে যে নিদর্শনপত্রের পক্ষে উক্ত দণ্ড আদায় হইয়াছে সেই নিদর্শনপত্র সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

মাসুল কি দণ্ডের টাকা দেওয়া গেলে তাহা স্থলবিশেষে ফিরিয়া পাইবার কথা।

৪১ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন নিদর্শনপত্র সংক্রান্ত ৩৪ কি ৩৭ কি ৩৮ ধারামত মাসুল কি অর্থদণ্ড দিলে এবং কোন নিয়মের বলে অথবা এই আইনের ২৯ ধারার কোন বিধানের কিম্বা উক্ত নিদর্শনপত্র সম্পাদন কালীন প্রচলিত কোন আইনের বলে অপর কোন ব্যক্তি উক্ত নিদর্শন পত্রের উপযুক্ত মাসুলের খরচ দিতে বাধ্য থাকিলে উক্ত যত মাসুল কি অর্থদণ্ড দেওয়া হইয়াছে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহা উক্ত অপর ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া পাইতে পারিবেন এবং ফিরিয়া পাইবার অভিপ্রায়ে ৩৯ ধারামতে উক্ত নিদর্শনপত্রসংক্রান্ত কোন সংসিতপত্র দেওয়া গেলে তাহা সংসিতরূপে লিখিত বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে।

৩৪ ও ৩৭ ধারামতে যে অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা ক্ষমা করিবার কথা।

৪২ ধারা। ৩৪ কি ৩৭ ধারানুসারে কোন অর্থদণ্ড আদায় হইলে উক্ত অর্থদণ্ড যে তারিখে আদায় হয় রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়কের নিকট লিখিয়া সেই তারিখ

অবধি এক বৎসরের মধ্যে প্রার্থনা করা গেলে তিনি দণ্ডর সমুদয় টাকা কিম্বা তাহার কিয়দংশ ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

৩৫ ধারামতে প্রেরিত পত্র হারাইয়া গেলে তৎসম্পর্কে কোন দায়িত্ব না থাকিবার কথা।

৪৩ ধারা। কোন নিদর্শনপত্র ৩৫ ধারার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদমতে পাঠান গেলে ও তাহা পথে হারাইয়া গেলে কি নষ্ট হইলে কি তাহার কোন হানি হইলে যে ব্যক্তি তাহা পাঠাইয়া দিলেন তিনি সেই হারাইবার কি নষ্ট হইবার কি হানির নিমিত্ত দায়ী হইবেন না।

উক্তরূপে প্রেরিত নিদর্শনপত্রের প্রতিলিপি করিবার কথা।

কোন নিদর্শনপত্র উক্তরূপ প্রেরণ কালে আটককারী ব্যক্তির হস্তে যে ব্যক্তির অধিকার হইতে আসিয়াছে সেই ব্যক্তি তাহার প্রতিলিপি স্বীয় ব্যয়ে বারাইয়া যিনি সেই পত্র আটক করিয়াছেন তাঁহার স্বাক্ষর তাহাতে লিখাইয়া লইতে পারিবেন।

বিলে কি নোটে কি চ্যাকে ইষ্টাম্প না থাকিলে টাকা প্রদাতার ইষ্টাম্প বসাইবার ক্ষমতার কথা।

৪৪ ধারা। যে বিল অফ একসচেঞ্জে কি প্রমিসরি নোটে এক আনার মাসুল লাগে তাহা অথবা কোন চ্যাক ইষ্টাম্প বসান না গেলেও তাহা টাকা প্রাপ্ত্যর্থে উপস্থিত করা গেলে উক্ত ভাবে যে ব্যক্তির নিকট উপস্থিত করা যায় তিনি প্রয়োজনেতে তাহাতে আটাল ইষ্টাম্প বসাইয়া ও পূর্ব্বোক্ত বিহিত প্রকারে তাহা অকর্ম্মণ্য করিয়া তৎপরে উক্ত বিলের কি নোটের কি চ্যাকের টাকা দিয়া যে ব্যক্তি মাসুল দিতে বাধ্য ছিলেন তাঁহার নিকট সেই মাসুলের পরিমাণ দাওয়া করিতে পারিবেন অথবা তাহা উক্ত দেয় টাকা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং উক্ত বিল কি নোট কি চ্যাক ঐ মাসুলের সঙ্গে যত দূর সম্পর্ক রাখে তত দূর সিদ্ধ ও প্রবল জ্ঞান হইবে।

কিন্তু উক্ত বিল কি নোট কি চ্যাক সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি কোন দণ্ডের যোগ্য হইলে তিনি এই ধারার কোন কথা দ্বারা সেই দণ্ডহইতে মুক্তি পাইবেন না।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রশ্ন ও পুনরালোচনা বিষয়ক বিধি।

কত মাসুল লাগিতে পারে কালেক্টর সাহেবের এতদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে যাহা করিতে হয় তাহার কথা।

৪৫ ধারা। কোন কালেক্টর সাহেব ৩০, ৩৭ কি ৩৮ ধারামতে কার্য্য করিয়া কোন নিদর্শনপত্রের যোগ্য মাসুলের বিষয় সন্দেহ করিলে তিনি তদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহাতে আপনার মত যানাইয়া রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়কের বিচারার্থে অর্পণ করিবেন এবং উক্ত প্রধান তত্ত্বাবধায়ক সকল কথা বিবেচনা করিয়া যে নিষ্পত্তি করেন তিনি তাহার প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন এবং কালেক্টর সাহেব সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মাসুল ধার্য্য ও আদায় করিবার হইলে ধার্য্য ও আদায় করিয়া লইবেন।

রাজস্বসম্পর্কীয় কর্তৃপক্ষদিগের হাই কোর্টে বিবাদাপণের কথা।

৪৬ ধারা। এই আইনের ৪৫ ধারাক্রমে কি অন্য কোনরূপে রাজস্বের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের সম্মুখে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তৎসম্বন্ধে আপনার মত সহিত ঐ কর্তৃপক্ষ সেই মোকদ্দমা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে উত্থিত হইলে ঐ২ প্রেসিডেন্সীর হাই কোর্টে, কিম্বা উত্তর পশ্চিম দেশে কি অযোধ্যা দেশে উত্থিত হইলে উত্তর পশ্চিম দেশের হাই কোর্টে কিম্বা পঞ্জাবে উত্থিত হইলে পঞ্জাবের চিফ কোর্টে, কিম্বা মধ্যপ্রদেশে উত্থিত হইলে বোম্বাইর হাই কোর্টে, ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে উত্থিত হইলে কলিকাতার হাই কোর্টে অর্পণ করিতে পারিবেন।

যে হাই কোর্টে কি চিফ কোর্টে অর্পিত হয় তাহার ন্যূনকল্পে তিন জন জজ উক্ত

প্রত্যেক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন। তাঁহাদের মতের ঐক্য না হইলে অধিকাংশের মত প্রবল হইবে।

আদালতের আরো বিস্তারিত বর্ণনা চাহিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭ ধারা। মোকদ্দমার যে বিবরণ পাঠান যায় তদ্দ্বারা উত্থিত বিবাদ নির্ণয় হইতে পারে হাই কোর্টের কি চিফ কোর্টের এমত হৃদ্বোধ না হইলে রাজস্বের যে কর্তৃপক্ষ ঐ বর্ণনা লিখিয়া ছিলেন কোর্ট তৎপক্ষে যে রূপ পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্ত্তন করিতে আদেশ করেন তাহা করিবার জন্যে তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা ফিরাইয়া পাঠাইতে পারিবেন।

প্রশ্ন মীমাংসার কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৮ ধারা। হাই কোর্ট কিম্বা চিফ কোর্ট উক্ত মোকদ্দমা শ্রবণ করিয়া তদুত্থাপিত বিবাদ মীমাংসা করিয়া তদ্বিষয়ে আপনার নিষ্পত্তি জানাইবেন। ঐ নিষ্পত্তি যে হেতুমুলক হয় তাহাও সেই নিষ্পত্তিপত্রে লিখিবেন। ও রাজস্বের যে কর্তৃপক্ষ ঐ মোকদ্দমার বর্ণনা করিয়াছিলেন আদালতের মোহর ও রেজিস্টারের স্বাক্ষরযুক্ত ঐ নিষ্পত্তিপত্রের প্রতিলিপি তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন। রাজস্বের কর্তৃপক্ষ তাহা প্রাপ্ত হইলে ঐ নিষ্পত্তিমতে বিচার্য্য কথার মীমাংসা করিবেন।

অন্যান্য আদালতের হাই কোর্টে বিবাদার্পন করিবার কথা।

৪৯ ধারা। ৩৪ ধারার প্রথম উপবিধানমত কোন নিদর্শনপত্রে যে মাসুল দেওয়া বিহিত ৪৬ ধারার উল্লিখিত আদালত ভিন্ন অন্য কোন আদালতের এতদ্বিষয়ে সন্দেহ হইলে বিচারপতি ঐ বিষয়ের বর্ণনা ও তৎসম্পর্কে আপনার মত লিখিয়া তিনি রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হইলে ৪৬ ধারাক্রমে যে হাই কোর্টে বা চিফ কোর্টে তাহা অর্পণ করিতেন সেই কোর্টের বিচারার্থ অর্পন করিবেন। উক্ত কোর্ট প্রস্তাবিত কথা ৪৬ ধারাক্রমে অর্পিত জ্ঞান করিয়া, তাহার মীমাংসা করিবেন এবং আদালতের মোহরযুক্ত ও রেজিষ্ট্রার সাহেবের স্বাক্ষরিত আপনার নিষ্পত্তিপত্রের প্রতিলিপি প্রস্তাবকারী বিচারপতির নিকট পাঠাইয়া দিলে তিনি উক্ত নিষ্পত্তির মর্ম্মমতে বিচার্য্য কথার মীমাংসা করিবেন।

জেলার আদালতের অধীনস্থ কোন আদালতের এই ধারানুসারে কোন কথা প্রস্তাব করিতে হইলে জিলার আদালত দ্বারাই করা যাইবে এবং নিম্নতর রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালতের প্রস্তাব হইলে, তাহা অব্যবহিত উচ্চতর আদালত দ্বারা করা যাইবে।

যথোপযুক্ত ইষ্টাম্প সম্পর্কে আদালতের কোন২ নিষ্পত্তির পুনরালোচনা করিবার কথা।

৫০ ধারা। যথোপযুক্ত ইষ্টাম্প বসান হইয়াছে কিম্বা ইষ্টাম্প লাগাইবার প্রয়োজন নাই কিম্বা ৩৪ ধারামতে যে মাসুল ও অর্থদণ্ড লাগিত তাহা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কোন আদালত দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্য করিয়া কোন নিদর্শনপত্র প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা দিলে যে আদালতের নিকট উক্ত আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল করা যায়, এবং যে আদালতে উক্ত আদালতের প্রস্তাব পাঠাইতে হয়, সেই আদালত স্বেচ্ছামতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের প্রার্থনামতে উক্ত আজ্ঞা বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং ৩৪ ধারানুযায়িক মাসুল ও অর্থদণ্ড না দেওয়াতে কিম্বা যে মাসুল ও অর্থদণ্ড দেওয়া গিয়াছে তদধিক মাসুল ও অর্থদণ্ড না দেওয়াতে উক্ত নিদর্শনপত্র প্রমাণস্বরূপ। গ্রাহ্য করা বিহিত হয় নাই আদালতের এই মত হইলে আদালত সেই মর্ম্মে নির্দ্দেশপত্র লিখিবেন এবং উক্ত নিদর্শনপত্রে যত মাসুল লাগিতে পারে তাহা নির্ণয় করিয়া নিদর্শনপত্র তৎকালে যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতাধীনে আছে তাঁহাকে তাহা উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন এবং উপস্থিত করা গেলে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারাক্রমে উক্তরূপ কোন নির্দ্দেশ পত্র লেখা গেলে যে আদালত তাহা লিখিলেন সেই আদালত তাহার প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং সেই নির্দ্দেশপত্র যে নিদর্শনপত্রের সম্বন্ধে লেখা গেল তাহা আটককরা গেলে অথবা প্রকারান্তরে

উক্ত আদালতের অধিকারে থাকিলে আদালত তাহাও প্রেরণ করিবেন, এবং তৎপরে উক্ত নিদর্শনপত্রের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হওন বিষয় আজ্ঞাতে কিম্বা ৩৯ বা ৪০ ধারাক্রমে প্রদত্ত কোন সার্টিফিকেটে যে কোন কথা থাকুক না কেন কালেক্টর সাহেব কেই সেই নিদর্শনপত্র লইয়া ইষ্টাম্প বিষয়ক আইন উল্লঙ্ঘন অপরাধ করিয়াছেন এরূপ বিবেচনা করিলে সেই ব্যক্তির নামে নালিশ উত্থাপন করিতে পারিবেন।

কিন্তু উক্ত আদালতের বিচারমতে ৩৪ ধারানুসারে সেই নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে (মাসুল ও অর্থদণ্ড সুদ্ধ) যত টাকা দেয় তাহা কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া গেলে এবং উপযুক্ত মাসুল এড়াইবার উদ্দেশে অপরাধ করা হইয়াছিল তিনি ইহা বোধ না করিলে উক্ত নালিশ উত্থাপন করা যাইবে না।

পরন্তু যে আজ্ঞাতে কোন নিদর্শনপত্র প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয় কিম্বা ৩৯ ধারাক্রমে যে কোন সর্টিফিকেট দেওয়া যায়, তাহা উপরোক্ত কোন অপরাধের হেতুতে নালিশ উত্থাপন ভিন্ন কোন কারণে এই ধারানুযায়ি লিখিত কোন নির্দ্দেশপত্রের বলে অসিদ্ধ করা যাইবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নষ্টীকৃত বা অনাবশ্যক ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরাইয়া দিবার বিধি।

নষ্ট করা ইষ্টাম্পের মূল্য ধরিয়া দিবার কথা।

৫১ ধারা। কালেক্টর সাহেব যে প্রমাণ চাহিতে পারিবেন এতদ্বিষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে বিধি প্রণয়ন করেন তাহা প্রবল মানিয়া, কালেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত স্থলে নষ্টীকৃত ছাপা ইষ্টাম্পের মূল্য ধরিয়া দিতে পারিবেন যথা।

(ক) ইষ্টাম্প কাগজে নিদর্শনপত্র লেখা গেলে পর ও তাহাতে কোন পক্ষের সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে সেই পত্রের ইষ্টাম্প অমনোযোগে কি অনিচ্ছামতে নষ্ট হইলে কি তাহার অক্ষরাদি উঠিয়া গেলে, কিম্বা কোন প্রকারে কল্পিত কার্য্যের নিমিত্তে অনুপযুক্ত করা গেলে সেই ইষ্টাম্পের।

(খ) বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকে কি প্রমিসরি নোটের লেখক বা যান তাহা লিখিতে কল্পনা করিয়াছিলেন তিনি কি তাঁহার সপক্ষ অন্য ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, কিন্তু টাকা প্রাপকের কি যাঁহাকে প্রাপক করিবার কল্পনা থাকে তাঁহার কি তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির হস্তে না দেওয়া গেলে, কিম্বা টাকা দেওনের জামিনস্বরূপ কোন ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত করা না গেলে কিম্বা কোন প্রকারে বিক্রয়াদি করা কি জারী কি প্রচলিত করা না গেলে, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহার ব্যবহার না হইলে, ও বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক হইলে টাকা দায়কের দ্বারা সাকরাইয়া দেওয়া না গেলে, ও যে কাগজে তদ্রূপ ইষ্টাম্প বসান যায় তাহাতে পশ্চাৎ যে বিল অব এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক লেখা যাইবে তাহা সাকরাইয়া দেওনস্বরূপ কি তদভিপ্রায়ে কোন স্বাক্ষর না থাকিলে, তাহার নিমিত্ত যে ইষ্টাম্পের ব্যবহার করা গিয়াছে বা করিবার কল্পনা থাকে সেই ইষ্টাম্পের।

(গ) কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চ্যাকের কি প্রমিসরি নোটের লেখক কিম্বা তৎপক্ষে অন্য ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিলেও কোন ভুল কি চুকক্রমে তার নষ্ট হইলে কি অকর্ম্মণ্য করা গেলে ও বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক হওয়াতে সাকরাইয়া লওনার্থে উপস্থিত করা গেলে কিম্বা সাকরাইয়া দেওয়া গেলে বা তাহার পৃষ্ঠলিপি লেখা গেলেও, কিম্বা প্রমিসরি নোট হওয়াতে টাকা প্রাপককে দেওয়া গেলেও তাহাতে যে ইষ্টাম্প ব্যবহার করা গেল কি করিবার কল্পনা থাকে সেই ইষ্টাম্পের কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে, পূর্ব্বোক্ত ভুল কি চুকে সংশোধিত কথা ভিন্ন ঐ নষ্ট করা বিলের কি পত্রে সর্ব্বাংশে ঠিক সমান অন্য এক বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি প্রমিসরি নোট সম্পূর্ণরূপে লিখিত হইয়া ও উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প বসান গিয়া তাহার সজেৎ দেওয়া যায়।

(ঘ) নিম্নলিখিত কোন নিদর্শনপত্রে যে ইষ্টাম্পো ব্যবহার হয়, যথা

(১) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃকসম্পাদিত হইলেও পশ্চাৎ তাহা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক আইনমতে আদৌ ব্যর্থ প্রকাশিত হইলে তাহাতে।

(২) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইলেও প্রথমে যে অভিপ্রায়ে লেখা গিয়াছিল কোন ভুল কি চুক প্রযুক্ত পশ্চাৎ সেই কর্ম্মের অনুপযুক্ত দেখা গেলে, তাহাতে।

(৩) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইলেও অন্য যে ব্যক্তির তাহা সম্পাদন করা আবশ্যক, সম্পাদন না করিয়া তাঁহার মৃত্যু হওয়াপ্রযুক্ত, কিম্বা তদ্রূপ ব্যক্তির তাহা সম্পাদন করিতে কিম্বা ঐ পত্রদ্বারা যে টাকা রক্ষা হইবে সেই টাকা আগাম দিতে অসম্মত হওয়া প্রযুক্ত প্রস্তাবিত নিয়মানুসারে ঐ ব্যাপার সিদ্ধ করণার্থে পত্র সম্পাদন হইতে না পারিলে তাহাতে।

(৪) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলেও, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অন্য ব্যক্তির সম্পাদনের অভাবপ্রযুক্ত ও তাঁহার স্বাক্ষর করিবার অক্ষমতা কি অসম্মতি প্রযুক্ত তাহা বাস্তব অপূর্ণ ও অভিপ্রেত কার্য্যের নিমিত্ত অপ্রচুর হইলে, তাহাতে।

(৫) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলেও, তদনুসারে কার্য্য করিতে অন্য কোন ব্যক্তির অস্বীকার করণপ্রযুক্ত কিম্বা পত্রক্রমে যে পণ প্রদান হইল তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করণ বা গ্রহণ না করণ প্রযুক্ত কল্পিত অভিপ্রায় সংপূর্ণরূপে নিষ্ফল হইলে, তাহাতে।

(৬) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলেও তদ্দ্বারা যে ব্যাপার সম্পন্ন করিবার কল্পনা ছিল, উপযুক্তমতে ইষ্টাম্পো করা অন্য কোন নিদর্শনপত্রদ্বারা সম্পাদন করা যাওয়াতে ঐ পত্র অকর্ম্মণ্য হইলে তাহাতে।

(৭) নিদর্শনপত্রের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলেও, তাহা অমনোযোগহেতুক ও অনিচ্ছামতে নষ্ট করা গেলে ও সেই দুই পক্ষের মধ্যে সেই উদ্দেশে অন্য পত্র সম্পাদিত হইয়া তাহাতে উপযুক্ত ইষ্টাম্পো দেওয়া গেলে, সেই পত্রে।

পরন্তু প্রয়োজন যে নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হইয়া থাকিলে,

(ক) অন্যথা করণার্থে পত্রখানি যেন অর্পণ করা যায়।

(খ) ঐ নিদর্শনপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে কিম্বা তারিখ লেখা না থাকিলে, যিনি প্রথমে বা একা তাহা সম্পাদন করিলেন তাঁহার সম্পাদন করণাবধি ছয় মাসের মধ্যে যেন ঐ উপকার প্রার্থনা হয়। কিন্তু যে নিদর্শনপত্রের পরিবর্ত্তে অন্য নিদর্শনপত্র হইয়াছে অনিবার্য্য কোন গতিকে পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে অন্যথা করণার্থে অর্পণ করা যাইতে না পারিলে, ঐ পূর্ব্ব নিদর্শনপত্রের স্থলবর্ত্তি নিদর্শনপত্রের তারিখ অবধি কি সম্পাদন অবধি ছয় মাসের মধ্যে ও যে নিদর্শনপত্র নষ্ট হইল তাহা ভিন্নদেশে পাঠান গিয়া থাকিলে, যে সময়ে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানে ফিরিয়া পাওয়া যায় সেই সময়াবধি ছয়মাসের মধ্যে, ঐ উপকার যেন প্রার্থনা করা যায়।

কিন্তু যে ইষ্টাম্পো কাগজে সম্পাদিত নিদর্শনপত্র লেখা যায়নাই এমত কাগজের ইষ্টাম্পো হইলে ইষ্টাম্পো পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নষ্টীকৃত হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে যেন উপকার প্রার্থনা হয়।

অনুপযুক্তরূপে ইষ্টাম্পো ব্যবহার হইলে মূল্য ফিরিয়া দিবার কথা।

৫২ ধারা। যে নিদর্শনপত্র মাসুলযোগ্য এই আইনের বলে প্রণীত বিধিতে সেই নিদর্শনপত্রের জন্যে যে ইষ্টাম্পো নির্দ্ধারিত আছে কোন ব্যক্তি যদি অমনোযোগে তজ্জন্যে সেই ইষ্টাম্পো ব্যবহার না করিয়া প্রকারান্তরের কিম্বা অনাবশ্যকমত অধিক মূল্যের ইষ্টাম্পো ব্যবহার করিয়া থাকেন কি যে নিদর্শনপত্রে কোন ইষ্টাম্পো লাগে না, যদি মনোযোগ না করিয়া তজ্জন্যে ইষ্টাম্পো ব্যবহার করেন, কিম্বা ১২ ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া লিখিত হওয়াতে নিদর্শনপত্রে ব্যবহৃত কোন ইষ্টাম্পো ১৪ ধারার বলে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তবে ঐ নিদর্শনপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে

কিম্বা তাহাতে তারিখ লেখা না থাকিলে, যে ব্যক্তি প্রথমে বা একা তাহা সম্পাদন করিলেন তিনি সেই সম্পাদন করণাবধি ছয় মাসের মধ্যে প্রার্থনা করিলে এবং নিদর্শনপত্র মাসুল যোগ্য হইলে, তাহাতে উপযুক্ত ইস্টাম্প পুনর্ব্বার লাগান গেলে, কালেক্টর সাহেব সেই অনুপযুক্তরূপে ব্যবহৃত বা অকর্ম্মণ্য করা ইষ্টাম্প অন্যথা করিবেন ও নষ্টীকৃত বলিয়া তাহার মূল্য ধরিয়া দিতে পারিবেন।

৫১ ও ৫২ ধারার বলে মূল্য যেরূপে ধরিয়া দেওয়া যাইবে তদ্বিষয়ের কথা।

৫৩ ধারা। কোন স্থলে নষ্ট করা কি অনুপযুক্তমতে ব্যবহার করা ইষ্টাম্পের মূল্য ধরিয়া দিতে হইলে কালেক্টর সাহেব তৎপরিবর্ত্তে (ক) সেই প্রকারের ও মূল্যের অন্য ইষ্টাম্প দিতে পারিবেন, কিম্বা (খ) প্রয়োজন হইলে ও তান উচিত জ্ঞান করিলে, সেই মূল্যের অন্য কোন প্রকারের ইস্টাম্প দিবেন, অথবা (গ) কিম্বা স্বীয় বিবেচনামতে টাকার, কিম্বা টাকার ভগ্নাংশের প্রতি এক আনা বাদ দিয়া ঐ মূল্য নগদ দিবেন।

যে ইষ্টাম্প ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই তাহার মূল্য ধরিয়া দিবার কথা।

৫৪ ধারা। যাহা নষ্ট করা হয় নাই ও যাহা অভিপ্রেত উদ্দেশ্যের জন্য অযোগ্য বা অকর্ম্মণ্য করা হয় নাই কোন ব্যক্তির নিকটে যদি এরূপ ইষ্টাম্প থাকে কিন্তু তখন তাহা ব্যবহার করিবার তাঁহার প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ঐ ইষ্টাম্প অন্যথা করণ জন্য সমর্পণ করিয়া যদি কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধমতে সপ্রমাণ করিতে পারেন যে সরলভাবে ব্যবহারের জন্য তিনি উহা পূর্ণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সমর্পণের তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়মাস মধ্যে উহা উক্তরূপে ক্রয় করেন, তবে টাকার বা টাকার ভগ্নাংশের প্রতি এক আনা বাদ দিয়া কালেক্টর সাহেব উক্ত ইষ্টাম্পের মূল্য নগদ দিবেন।

সপ্তম অধ্যায়।

পরিশিষ্ট বিধি।

ইষ্টাম্প বিক্রয় সম্বন্ধীয় বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫ ধারা। ইষ্টাম্প ও ইষ্টাম্প কাগজ যোগান ও বিক্রয়, যে সকল ব্যক্তি কেবল এইরূপ বিক্রয় করিবেন, ও তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ও প্রাপ্তি সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই আইন সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

আইন কার্য্যে পরিণত করিবারনিমিত্ত সামান্যতঃ বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৬ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সামান্যতঃ এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে এই আইন সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

সময়ে২ কোন২ ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিবার কথা।

৫৭ ধারা। এই আইনক্রমে নিয়োগ, বিধি ও আদেশ করিবার যে সকল ক্ষমতা প্রদত্ত হইল প্রয়োজনমতে সময়ে সময়ে তদনুসারে কার্য্য করা যাইতে পারিবে।

বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

৫৫ ধারানুসারে প্রণীত বিধি ভিন্ন এই আইন বলে প্রণীত সমুদয় বিধি ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, এবং ৫৫ ধারানুসারে প্রণীত সমুদয় বিধি স্থানীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। এই ধারায় যে রূপ বিহিত হইল তদনুসারে প্রকাশিত সমুদয় বিধি উক্ত প্রকাশের পরে আইনতুল্য বলবৎ হইবে।

স্থলবিশেষ রসীদ দিবার কথা।

৫৮ ধারা। কোন ব্যক্তি বিশ টাকার অধিক কোন টাকা অথবা বিশ টাকার অধিক মূল্যের কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চ্যাক কি প্রমিসরি নোট পাইলে কিম্বা কর্জ্জ শোধস্বরূপ বিশ টাকার অধিক মূল্যের কোন অস্থাবর সম্পত্তি পাইলে যিনি উক্ত টাকা কি বিল কি চ্যাক কি নোট কি সম্পত্তি দেন কি অর্পণ

করেন তাঁহাকে তিনি চাহিবামাত্র তজ্জন্যে নিয়মিত ইষ্টাম্পযুক্ত রসীদ দিবেন।

আদালতের রসুম বিষয়ে না খাটিবার কথা।

৫৯ ধারা। আদালতের রসুম সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে বলবৎ কোন আইনের বলে যে মাসুল লাগিতে পারে, এই আইনের কোন বিধানদ্বারা তাহার বাধা হইবে না।

আইন অনুবাদিত হইয়া তাহার সূচীপত্র করা যাইবার ও অল্প মূল্যে বিক্রয় হইবার কথা।

৬০ ধারা। স্থানীয় প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট আপনার শাসিত দেশের প্রচলিত প্রধান২ ভাষায় এই আইন সাবধানে অনুবাদ করাইবেন। উক্ত প্রত্যেক অনুবাদের শেষে একটী সম্পূর্ণ অক্ষরক্রমিক সূচীপত্র দেওয়া যাইবে এবং অনুবাদ ও সূচীপত্র মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকটে।০ আনার অনধিক মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়।

অপরাধ ও দণ্ড প্রণালী-বিষয়ক বিধি।

যে কাগজ নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প করা যায় নাই তাহাতে নিদর্শনপত্র সম্পাদন প্রভৃতি করিবার দণ্ডের কথা।

৬১ ধারা যে বিল অফ এক্সচেঞ্জে কি চাকে কি প্রমিসরি নোটে নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই কোন ব্যক্তি তাহা লিখিলে কি করিলে কি জারী করিলে কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করিলে কি হস্তান্তর করিলে কি সাক্ষীস্বরূপ না হইয়া প্রকারান্তরে তাহাতে স্বাক্ষর করিলে কি সাকরাইবার নিমিত্ত কি তাহার টাকা প্রাপ্ত্যর্থ উপস্থিত করিলে কি সাকরাইলে কি তাহার টাকা দিলে কি পাইলে কি তাহা কোন প্রকারে ক্রয় বিক্রয় করিলে; এবং

অন্য যে কোন নিদর্শনপত্রে মাসুল লাগে তাহাতে নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প দেওয়া না গেলেও কোন ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করিলে কি সাক্ষিস্বরূপ না হইয়া প্রকারান্তরে তাহাতে স্বাক্ষর করিলে; এবং

যে প্রতিনিধিপত্র নিয়মিতরূপে ইষ্টাম্প করা যায় নাই কোন ব্যক্তি তদ্দ্বারা মত জানাইলে কি জানাইতে চেষ্টা করিলে,

সেই প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কিন্তু ৩৪ কি ৩৭ কি ৫০ ধারাক্রমে কোন নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে কোন অর্থ দণ্ড দেওয়া গেলে পর যিনি উক্ত দণ্ডের টাকা দিয়াছেন সেই নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি এই ধারামত অর্থদণ্ড বর্ত্তিলে ঐ টাকা শেষোক্ত অর্থদণ্ড হইতে বাদ দেওয়া যাইবে।

আটাল ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য না করিবার দণ্ডের কথা।

২৬ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন নিদর্শনপত্রে ১১ ধারাক্রমে আটাল ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত ধারা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে ত্রুটি করিলে তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৭ ধারার বিধান না মানিবার দণ্ডের কথা।

৬৩ ধারা। কোন ব্যক্তি ইষ্টাম্পের মাসুল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত করিবার কল্পনায়

(ক) ২৭ ধারাক্রমে যে নিদর্শনপত্রে যে সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা লেখা কর্ত্তব্য সেই নিদর্শনপত্রে উক্ত বৃত্তান্ত ও অবস্থা সম্পূর্ণ ও প্রকৃতরূপে লিখিয়া না দিলে, এবং

(খ) কোন নিদর্শনপত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়া কিম্বা প্রস্তুত করণ কার্য্যে সম্পর্ক রাখিয়া সেই নিদর্শনপত্রে উক্ত বৃত্তান্ত ও অবস্থা সম্পূর্ণ ও প্রকৃতরূপে বর্ণনা করিতে উপেক্ষা কি ত্রুটি করিলে তাঁহার পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

রসীদ দিতে অস্বীকার করিলে ও রসীদের মাসুল এড়াইবার কল্পনা করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

৬৪ ধারা। ৫৮ ধারামতে যে ব্যক্তির রসীদ দেওয়া কর্ত্তব্য তিনি তাহা দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে অথবা কোন মাসুল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে পরি-

মাণে বা মূল্যে কুড়ি টাকার অধিক টাকা বা সম্পত্তি পাইয়াও কুড়ি টাকার কম টাকার বা মূল্যের রসীদ দিলে অথবা প্রাপ্ত টাকা কি সম্পত্তি পৃথক কি ভাগ করিয়া দিলে তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬১ ধারা। কোন ব্যক্তি—

বিমাপত্র না লিখিয়া দিবার দণ্ডের কথা।

(ক) বিমার চুক্তিপত্রের নিমিত্ত কোন অগ্রিম টাকা কি মূল্য পাইয়া কি প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াও উক্ত অগ্রিম টাকা কি মূল্যপ্রাপ্তি কি প্রাপ্তি স্বীকার করণাবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত বিমার নিয়মিত ইষ্টাম্প যুক্ত পত্র লিখিয়া সম্পাদন না করিলে, কিম্বা

কিম্বা যাহাতে নিয়মিত ইষ্টাম্প লাগান যায় নাই তাহা লিখনাদির দণ্ডের কথা।

(খ) কোন বিমাপত্রে নিয়মিত ইষ্টাম্প না থাকিলেও তাহা লিখিলে কি সম্পাদন করিলে কি জারী করিলে অথবা তৎপ্রতি কি তদুপলক্ষে কোন টাকা দিলে কি হিসাবে লিখাইলে কিম্বা দিতে কি হিসাবে লিখাইতে সম্মত হইলে তাঁহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

বিল কি সামুদ্রিক বিমাপত্র সেট করিয়া লেখা যাইবার ভাব দেখাইলে ও সম্পূর্ণ সংখ্যা গ্রহণ না করিবার দণ্ডের কথা।

৬৬ ধারা। যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি সামুদ্রিক বিমাপত্র দুই কি তদধিক খানির সেট করিয়া লেখা যাইবার কি সম্পাদন হইবার মত দেখায় কোন ব্যক্তি এমন কোন বিল অফ এক্‌চেঞ্জ কি সামুদ্রিক বিমাপত্র লিখিলে কি সম্পাদন করিলে এবং তৎকালেই উক্ত বিল কি বিমাপত্র যত খানির সেট করিয়া লেখা যাইবার মত দেখায় সেই সমুদয় সংখ্যক বিমাপত্র নিয়মিত ইষ্টাম্প যুক্ত কাগজে না লিখিলে কি সম্পাদন না করিলে তাঁহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

বিল অফ একস্‌চেঞ্জে পরবর্ত্তী তারিখ দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য করিলে অর্থদণ্ডের কথা।

৬৭ ধারা। যে ব্যক্তি গবর্ণমেন্টকে মাসুল বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে যে তারিখে কোন বিল অফ একস্‌চেঞ্জ বা প্রমিসরি নোট বাস্তবিক লেখা কি করা হয়, তৎপরবর্ত্তী তারিখ দিয়া উক্ত বিল অফ একস্‌চেঞ্জ বা প্রমিসরি নোট লিখে,করে, বা জারী করে এবং যে ব্যক্তি উক্ত বিল বা নোট পরবর্ত্তী তারিখযুক্ত হইয়াছে জানিয়াও তাহার পৃষ্ঠলিপি করে বা তাহা হস্তান্তর করে বা তাহা সাকরাইবার জন্য বা টাকা পাইবার জন্য উপস্থিত করে কিম্বা তাহা সাকরায় কিম্বা তাহার জন্য টাকা দেয় বা গ্রহণ করে, কিম্বা কোনরূপে তাহা ক্রয় বিক্রয় করে,

রাজস্ব বঞ্চিত করিবার অন্য প্রকার কৌশল করিলে অর্থ দণ্ডের কথা।

এবং যে ব্যক্তি উক্ত রূপ অভিপ্রায়ে এই আইনে বা প্রচলিত অন্য আইনে যদ্বিষয়ের বিশেষ বিধান হয় নাই এরূপ কার্য্য, কৌশল বা কল্পনা করে বা তাহাতে লিপ্ত হয় সেই ব্যক্তির হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ইষ্টাম্প বিক্রয়ের বিধি লংঘনের এবং অননুমত বিক্রয় করিবার দণ্ডের কথা।

৬৮ ধারা। ইষ্টাম্প বিক্রয় করিতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ৫৫ ধারামতে প্রণীত কোন বিধি অমান্য করিলে, এবং যিনি বিক্রয় করিতে নিযুক্ত নন এমন কোন ব্যক্তি কোন ইষ্টাম্প বিক্রয় করিলে কিম্বা বিক্রয় করিতে উদ্যোগ করিলে তাঁহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

নালিশ উপস্থিত করিবার ও চালাইবার কথা।

৬৯ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা ১৮৬৯ সালের ইষ্টাম্প বিষয়ক সাধারণ আইনমতে কিম্বা তদ্দ্বারা রহিত কোন আইনমতে দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ সংক্রান্ত নালিশ করিতে হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে সাধারণমতে কি কালেক্টর সাহেব যাঁহাকে বিশেষমতে ক্ষমতা দেন তাঁহার অনুমতি বিনা নালিশ উপস্থিত করা যাইবে না।

এইরূপ কোন নালিশ হইলে রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়ক অথবা এতৎপক্ষে তাঁহাদ্বারা

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক মোকদ্দমা স্থগিত কি অপরাধের রফা করিতে পারিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেটদের বিচারাধিপত্য থাকিবে তাঁহাদের কথা।

৭০ ধারা। প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট এই আইন অনুসারে কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

বিচারস্থানের কথা।

৭১ ধারা। কোন নিদর্শনপত্র লইয়া উক্ত প্রকার যে প্রত্যেক অপরাধ হয় নিদর্শনপত্র যে জিলায় কি রাজধানীতে পাওয়া যায় সেই জিলায় কি রাজধানীতে সেই অপরাধের বিচার হইতে পারিবে. এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক যে আইন যে কালে প্রবল থাকে সেই কালের সেই আইনক্রমে যে কোন জিলায় কি রাজধানীতে সেই অপরাধের বিচার হইতে পারে সেই জিলায় কি রাজধানীতে সেই অপরাধের বিচার হইতে পারিবে।

অন্যান্য আইনের কার্য্যের ব্যাঘাত না হইবার কথা।

৭২ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনের কিম্বা তন্মতে প্রণীত কোন বিধির বিপরীত অপরাধস্বরূপ কোন কার্য্য কি ত্রুটি করাতে তাঁহার নামে অন্য কোন আইনক্রমে যে নালিশ উপস্থিত করা যাইতে পারে এই আইনের কোন কথায় তৎপ্রতি নিষেধ আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

কিন্তু একই অপরাধের জন্য কেহই দুইবার দণ্ড পাইবেন না।

প্রথম তফসীল।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
১। কুঠিয়ালের পাসবহি ভিন্ন কোন বহিতে কিম্বা স্বতন্ত্র কোন কাগজে ঋণের প্রমাণস্বরূপ অধমর্ণ কিম্বা তৎপক্ষীয় অন্য কেহ কিছু লিখিয়া বা স্বাক্ষর করিয়া উক্ত বহি বা কাগজ উত্তমর্ণের নিকটে রাখিয়া দিলে, এরূপ কুড়ি টাকার অধিক পরিমাণের বা মূল্যের ঋণ স্বীকার পত্র...	এক আনা।
২। দ্রব্য নিরূপণাধিকারির পত্র...	(১৪ নং) প্রতিভূপত্রের তুল্য মাসুল।
দত্তকগ্রহণপত্র... ... ...(৩৮ নং নিদর্শনপত্র দেখ)	
৩। আফিডেবিট অর্থাৎ যে ব্যক্তি আইন অনুসারে শপথ দিতে পারে তাহার সমক্ষে শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক লিখিত প্রতিজ্ঞা পত্র...	এক টাকা।
২ তফসীলের (১ নং) বর্জ্জিত পত্র দেখ।	
৪। ভোগানুমতিপত্র সম্পর্কীয় নিয়মপত্র...	(৩৯ নং) ভোগানুমতি পত্রের তুল্য মাসুল।
৫। নিয়মপত্র কিম্বা নিয়মপত্রের মর্ম্মাত্মকলিপি... ... ... (ক) কোন গবর্ণমেণ্ট সিক্যুরিটি কিম্বা কোম্পানির কি সমাজের শ্যার অর্থাৎ অংশ কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ বিক্রয় সম্পর্কীয় নিয়ম হইলে...	এক আনা।
২ তফসীলের (২নং) বর্জ্জিত পত্র দেখ। (খ) যদ্দ্বারা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোন গ্রামস্থ ভূমির স্বামী কি অধিকারী আপনার স্বত্ব গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পণ করিয়া সেই পরিত্যক্ত স্বত্বের পরিবর্ত্তে অন্য ভূমির স্বত্ব গ্রহণ করেন তাহার...	চারি আনা।
(গ) যাহার এই আইনে অন্য বিধান হয় নাই তাহার... ...	আট আনা।
৬। নিয়োগপত্র অর্থাৎ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণপূর্ব্বক উইল ভিন্ন কোন লিপিদ্বারা ট্রষ্টী বা স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির যে নিয়োগ পত্র করা যায় তাহা...	পনের টাকা।
৭। মূল্যনিরূপণ পত্র অর্থাৎ কোন মোকদ্দমা চালাইবার সময় আদালতের আদেশ ভিন্ন অন্যরূপে কৃত মূল্য নির্ণয় পত্র...	(১০ নং) মীমাংসাপত্রের তুল্য মাসুল।
২ তফসীলের (৩ ও ৪ নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ।	
কর্ম্মশিক্ষা করণার্থক নিদর্শনপত্র (৩১নং নিদর্শনপত্র দেখ)	
৮। কোম্পানী সমবায়ের নিয়মাবলী...	পঁচিশ টাকা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
৯। ক্লার্কের নিয়মপত্র অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন হাই কোর্টের আটর্ণিস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার অভিপ্রায়ে প্রথমে ক্লার্কের কর্ম্ম করিতে যে চুক্তিপত্রদ্বারা বদ্ধ হন তাহার......	দুই শত পঞ্চাশ টাকা।
আসেন্‌মেণ্ট, (বরাৎ)... (২১ নং সমর্পণপত্র ও ৬০ নং হস্তান্তর পত্র দেখ।)	
দত্তক গ্রহণের অনুমতিপত্র......... (৩৮নং নিদর্শনপত্র দেখ।)	
১০। মীমাংসাপত্র অর্থাৎ কোন কথা মোকদ্দমার প্রণালীভিন্ন কোন রূপে সালিশের কি মধ্যস্থ কোন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করা গেলে তিনি লিখিত যে নিষ্পত্তি দেন তাহার...... (ক) যে সম্পত্তি সংক্রান্ত নিষ্পত্তিহইল তাহার পরিমাণ কি মূল্য নিষ্পত্তিতে যেরূপ লিখিত আছে তদনুসারে ১০০০ টাকার অধিক না হইলে......	উক্ত মূল্যের (১৩ নং) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল।
(খ) স্থলান্তরে............	পাঁচ টাকা।

২ তফসীলের (৬নং) বর্জ্জিত, পত্র দেখ।

১১। বিল অফ এক্সচেঞ্জ কিম্বা প্রমিসরি নোট অর্থাৎ তাহা চ্যাক কি নিবন্ধপত্র কি ব্যাঙ্ক নোট কি করেন্সী নোট না হইলে।			
(ক) টাকা চাহিবা মাত্র পরিশোধনীয় হইলে এবং তাহার সংখ্যা ২০ টাকার অধিক হইলে........................	এক আনা।		
(খ) চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় নয় বটে কিন্তু বিলের তারিখের অথবা তাহা দেখিবার পর এক বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে পরিশোধনীয় হইলে।	একেং দেওয়া গেলে তাহার নিমিত্ত।	এক সেটে দুইটা থাকিলে সেটের প্রত্যেক খণ্ডের নিমিত্ত।	এক সেটে তিনটা থাকিলে সেটের প্রত্যেক খণ্ডের নিমিত্ত।
	টাকা	টাকা	টাকা
বিলের কি নোটের টাকা ২০০ টাকার অনধিক হইলে......	৵০ আনা	/০	/০
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হইলে.........	।০	৵০	৵০
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হইলে.........	।৵০	৶০	৶০
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে.........	।।৵০	।/০	।০
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ১২০০ টাকার অনধিক হইলে......	৸০	।৶০	।০
১২০০ টাকার অধিক কিন্তু ১৬০০ টাকার অনধিক হইলে............................	১৲	।।০	।৵০
১৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ২৫০০ টাকার অনধিক হইলে............................	১।০	৸০	।।০

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।		
	একেং দেওয়া গেলে তাহার নিমিত্ত।	এক সেটে দুইটা থাকিলে সেটের প্রত্যেক খণ্ডের নিমিত্ত।	এক সেটে তিনটা থাকিলে সেটের প্রত্যেক খণ্ডের নিমিত্ত।
	টাকা	টাকা	টাকা
২৫০০টাকার অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ২৫০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের নিমিত্ত...	১॥০	৸০	।০
১০,০০০ টাকার অতিরিক্ত ৩০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ৫০০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের নিমিত্ত...	৩৲	১॥০	১৲
এবং ৩০,০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের নিমিত্ত...	৬৲	৩৲	২৲

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
	(গ) বিলের কি নোটের তারিখের কি তাহা দেখিবার পর এক বৎসরের অধিক কোন কালে পরিশোধনীয় হইলে	উক্ত প্রকার বিলের কি নোটের মূল্যের (১১ নং) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল।
১২। বিল অফ লেডিং... ... ... ২ তফসীলের (৭ নং) বর্জ্জিত পত্র দেখ।		চারি আনা। বিল অফ লেডিং পৃথক২ খণ্ডে করা গেলে সেটের প্রত্যেকখণ্ডে উপযুক্ত ইষ্টাম্প দেওয়া যাইবে।
১৩। নিবন্ধপত্র(অর্থাৎ)এইআইনে যাহার অন্যরূপবিধান হয় নাই (২ নং) দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত পত্র, (২৪ নং) শুল্ক নিবন্ধপত্র, (২৮ নং) ক্ষতিনিষ্কৃতি পত্র, (১৪ নং) প্রতিভূপত্র দেখ। ২ তফসীলের (৮ নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ।	রক্ষিত টাকা বা মূল্য ১০ টাকার অনধিক হইলে।	দুই আনা।
	১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হইলে ...	চারি আনা।
	৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হইলে ...	আট আনা।
	১০০ টাকার উপর ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ১০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের নিমিত্ত...	আট আনা।
	১০০০ টাকার উপর প্রতি ৫০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের নিমিত্ত	আড়াই টাকা।
১৪। নিবন্ধপত্র বা বন্ধকীপত্র অর্থাৎ কোন পদের কর্ম্মনির্ব্বাহ করণ বিষয়ক কিম্বা তদ্বলে যে টাকা পাওয়া যায় তাহার হিসাব দেওন বিষয়ক প্রতিভূস্বরূপ নিবন্ধপত্র বা বন্ধকীপত্র।	(ক) রক্ষিত টাকা ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	(১৩নং) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল।
	(খ) স্থলান্তরে	পাঁচ টাকা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
২ তফসীলের ৮ নং এবং ১২ নং বর্জ্জিতপত্র দেখ	
১৫। বাটমরি বাণ্ড অর্থাৎ যে নিদর্শনপত্রদ্বারা সমুদ্রগামী জাহাজের স্বামী উক্ত জাহাজ রক্ষা বা তাহার অর্ণবযাত্রা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত জাহাজ বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করেন............	(১৩নং) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল।
১৬। নিলামের সর্টিফিকেট অর্থাৎ কোন সম্পত্তি নিলামে ক্রয় করা গেলে দেওয়ানী কি মাল আদালত কি কালেক্টর কি রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্তৃকপক্ষ ক্রেতাকে যে সর্টিফিকেট দেন তাহা..................................	(২১নং) সমর্পণপত্রের লিখিত মূল্যের টাকা ক্রয়ের টাকার সমতুল্য হইলে সেই পত্রের তুল্য মাসুল।
১৭। সর্টিফিকেট অর্থাৎ যে শংসিতপত্র কি অন্য দলিল কোন কোম্পানির কি সমাজের কোন শ্যার কি স্ক্রপ কি মূলসম্পত্তিতে ঐ পত্রধারির কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্বত্ব কি অধিকারের কিম্বা কোন কোম্পানির কি সমাজের শ্যারের কি স্ক্রপের কি মূল সম্পত্তির অধিকারী হইবার স্বত্ব বা অধিকারের প্রমাণ সূচক............	এক আনা।
১৮। চার্টর পার্টি অর্থাৎ টণস্টীমের ভাড়ার নিমিত্ত যে নিয়মপত্র করা যায় তদ্ভিন্ন যে নিদর্শনপত্র ক্রমে জলযান ভাড়াকারীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের নিমিত্ত জলযান কি তাহার প্রধান কোন অংশ ভাড়া করিয়া লওয়া যায় তাহা....................	এক টাকা
১৯। চ্যাক ২০ টাকার অধিক হইলে..........................	এক আনা।
২০। সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র অর্থাৎ খাতক যে নিদর্শনপত্র করিয়া মহাজনদের লাভার্থ আপনার,সম্পত্তি সমর্পণ করেন কিম্বা যে নিদর্শনপত্র দ্বারা৮বর্ষের উপর প্রতিজ্ঞাত কএক টাকা কি ডিবিডেণ্ড মহাজনদের নিশ্চিতমতে পাইবার নিয়ম করা যায় কিম্বা যে নিদর্শনপত্রক্রমে পরিদর্শকদের তত্ত্বাধীনে কিম্বা অনুমতিপত্রক্রমে উত্তমর্ণদের লভ্যার্থে খাতকের ব্যবসায় চালাইবার বিধান করা যায় তাহা..................	দশ টাকা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
২১। সমর্পণপত্র ৬০ নং হস্তান্তর পত্র না হইলে। ২ তফসীলের ৫ নং ও ১৭ নং বর্জ্জিত পত্রাদি দেখ।	উক্ত সমর্পণপত্রের লিখিত মূল্যের ৫০ টাকার অনধিক হইলে...	আট আনা
	৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হইলে ...	এক টাকা।
	১০০ টাকার উপর ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত ১০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের প্রতি ...	এক টাকা।
	১০০০ টাকার উপর ৫০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের প্রতি	পাঁচ টাকা।
সমুদ্রসমুথাম বিময়কপত্র। (৩২ নং নিদর্শনপত্র দেখ।)		
২২। প্রতিলিপি কিম্বা উদ্ধৃত লিপি রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের দ্বারা কি তাঁহার আজ্ঞা মতে যথার্থ প্রতিলিপি কি যথার্থ রূপে উদ্ধৃত বলিয়া স্বাক্ষরিত হইলে এবং তাহাতে আদালতের রসুমের সম্বন্ধে প্রচলিত আইনমতে মাসুল না লাগিলে	(ক) আসল দলীল মাসুলযোগ্য না হইলে অথবা তাহাতে একটাকার অধিক মাসুল না লাগিলে ...	আট আনা।
	(খ) স্থলান্তরে।	এক টাকা।
২ তফসীলের (৯ নং ও ১০ নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ।		
২৩। অনুলিপি কিম্বা দোকরলিপি অর্থাৎ যে নিদর্শনপত্র মাসুল দিবার যোগ্য এবং যাহার উপর উপযুক্ত মাসুল দেওয়া গেল তাহার অনুলিপি কি দোকরলিপি হইলে	(ক) আসল দলীলের মাসুল এক টাকার অনধিক হইলে...	আসল দলীলের তুল্য মাসুল।
	(খ) স্থলান্তরে	এক টাকা।
২৪। শুল্ক নিবন্ধপত্র		১৪ নং প্রতিভূপত্রের তুল্য মাসুল।
২৫। নির্দ্দেশপত্র অর্থাৎ উইলভিন্ন কোন লিপির দ্বারা কোন সম্পত্তির কি তৎসংক্রান্ত কোন ন্যাসের নির্দ্দেশ পত্র		পনেরো টাকা।
২৬। মাল সম্পর্কের ডিলিবরি অর্ডর অর্থাৎ কোন গদীতে কি বন্দরে কিম্বা যে আড়তের ভাড়া কি কেরায়া দিয়া মাল মজুত কি গচ্ছিত রাখা দিয়া থাকে এমত কোন আড়তে কিম্বা কোন ঘাটে ২০ বিশ টাকার অধিক মূল্যের যে মাল থাকে সেই মালের স্বামিত্ব বিক্রয় কি হস্তান্তর করণসূচক যে দলীল কি পত্রদ্বারা উল্লিখিত কোন ব্যক্তি কি তাঁহার প্রতিপুরুষ কিম্বা ঐ [illegible] অধিকারী [illegible] লইয়া যাইতে ক্ষমবান হন		

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
সেই দলীলে কি পত্রে ঐ মালের স্বামির কি তৎপক্ষে অন্য ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকিলে		এক আনা।
অধিকারপত্র গচ্ছিত রাখা (২৯ নং নিদর্শনপত্র দেখ)		
সত্ত্বের সমুত্থান বিলোপপত্র (৩৬নং নিদর্শনপত্র দেখ।)		
দোকর লিপি (২৩ নং অনুলিপি দেখ।)		
২৭। প্রকাশ রাজপত্রের প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কোন হাই কোর্টের আডবোকেট উকীল বা আটর্ণিস্বরূপ প্রবেশপত্র	আডবোকেট বা উকীলের ...	পাঁচশত টাকা।
	আটর্ণির	আড়াইশত টাকা।
২ তফসীলের ১১নং বর্জ্জিত- পত্র দেখ		
বিনিময়পত্র ... ... (৩৫ নং নিদর্শনপত্র দেখ)		
উদ্ধৃত লিপি ... ... (২২ নং প্রতিলিপি দেখ)		
আরওদার বর্ত্তাইবার পত্র (৩০ নং নিদর্শনপত্র দেখ)		
দানপত্র ... ... (১৬ নং নিদর্শনপত্র দেখ)		
২৮। ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র		১৪ নং প্রতিভূ পত্রের তুল্য মাসুল।
পরিদর্শকঃপত্র ... ২০নংসাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র দেখ।		
২৯। নিয়মের প্রমাণসূচক নিদর্শনপত্র অর্থাৎ অধিকারপত্র কি অন্য মূল্যবান দলিল গচ্ছিত করিয়া অথবা অন্যবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ লওয়া গেলে তাহা পরিশোধ করিবার প্রতিভূস্বরূপ ঐ পত্র	(ক) ঐ ঋণ উক্ত নিদর্শনপত্রের তারিখ অবধি তিন মাসের অধিক কিন্তু এক বৎসরের অনধিক কোন কালে পরিশোধনীয় হইলে। ...	রক্ষিত টাকার নিমিত্ত (১১)খ নং বিল অফ এক্সচেঞ্জের যে মাসুল লাগে তত্তুল্য মাসুল।
	(খ) ঐ ঋণ উক্ত নিদর্শনপত্রের তারিখ অবধি তিন মাসের অনধিক কোন কালে পরিশোধনীয় হইলে। ...	রক্ষিত টাকার নিমিত্ত (১১) খ) নং বিল অফ এক্সচেঞ্জের যে মাসুল লাগে তাহার অর্দ্ধেক।
৩০। বন্ধকী সম্পত্তির উপর আরো দায় বর্ত্তাইবার নিদর্শনপত্র	(খ) এই তফসীলের ৪৪ নং (ক) প্রকরণে যে রূপ বর্ণিত আছে প্রথম বন্ধক তদ্রূপ হইলে	উক্ত নিদর্শনপত্র দ্বারা যে টাকা রক্ষিত হয় ২১ নং সমর্পণপত্রের মূল্য তত্তুল্য হইলে যে মাসুল লাগে।
	(খ) এই তফসীলের ৪৪ নং (খ) প্রকরণে যে রূপ বর্ণিত আছে প্রথম বন্ধক তদ্রূপ হইলে	উক্ত নিদর্শনপত্র দ্বারা যত টাকা রক্ষিত হয় তত টাকার ১৩নং নিবন্ধপত্রে যে মাসুল লাগে

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
৩১। কর্ম্মশিক্ষা করণার্থক (নিদর্শনপত্র, এই তফসীলের ৯ নং আটর্নিদের ক্লার্ক সম্বন্ধে যে নিয়মপত্র হয় তদ্ভিন্ন কোন আপ্রেণ্টিসকে কি ক্লার্ককে কি চাকরকে ব্যবসায় কি বাণিজ্য কি অন্য কর্ম্ম শিখাইবার কিম্বা তৎসংক্রান্ত চাকরী করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করা গেলে তদ্বিষয়ক যে লিপি থাকে তাহাও উক্ত নিদর্শনপত্র মধ্যে গণ্য	পাঁচ টাকা।
২ তফসীলের (১২) গ (নং) বর্জ্জিতপত্র দেখ।	
৩২। সত্ত্বসমুত্থানবিষয়ক নিদর্শনপত্র	দশ টাকা।
৩৩। সত্ত্বসমুত্থান বিলোপ বিষয়ক নিদর্শনপত্র	পাঁচ টাকা।
৩৪। বিবাহবন্ধন ছেদনপত্র অর্থাৎ যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি আপনার বিবাহ বন্ধনের ছেদন সাধন করেন	এক টাকা।
৩৫। কোন সম্পত্তির বিনিময়পত্র	উক্ত নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত যে সম্পত্তির মূল্য অধিক সেই মূল্যের (২১ নং) সমর্পণ পত্রের তুল্য মাসুল।
৩৬। (নিরূপণপত্র বা উইল ভিন্ন) দানপত্র	উক্ত নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত সম্পত্তির মূল্যের (২১নং) সমর্পণ পত্রের তুল্য মাসুল।
৩৭। বণ্টনপত্র	উক্ত নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত বিভক্ত সম্পত্তির মূল্যের (১৩ নং) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল
৩৮। দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদায়ক বা দানসূচক (উইল ভিন্ন) নিদর্শনপত্র	দশ টাকা।
বিমাপত্র ... ৪৯ নং নিদর্শনপত্র দেখ ...	
(ক) উক্ত ভোগানুমতিপত্রদ্বারা খাজানা নিরূপিত হইয়া কোন রূপ সেলামী দেওয়া বা অর্পণ করা না গেলে এবং উক্ত পত্রের মিয়াদ— এক বৎসরের কম হইলে ...	উক্ত ভোগানুমতিপত্রক্রমে সর্ব্বসুদ্ধ যত টাকা দেওয়া কি অর্পণ করা যাইতে পারে তত টাকার (১৩ নং) নিবন্ধ পত্রের তুল্য মাসুল।
এক বৎসরের অন্যূন কিন্তু তিন বৎসরের অনধিক হইলে	গড়ে যত বাৎসরিক খাজানা নির্দ্ধারিত হয় তত টাকার (১৩নং) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
৩৯। ভোগানুমতিপত্র	তিন বৎসরের অধিক হইলে...	গড়ে যত বাৎসরিক খাজানা নির্দ্ধারিত হয় তত্তুল্য টাকার কি সই মূল্যের সমান মূল্যের (২১নং সমর্পণ পত্রের তুল্য মাসুল
৪ নং ভোগানুমতি পত্র সম্পর্কীয় নিয়মপত্র দেখ। ২ তফসীলের (১৩ নং) বর্জ্জিত পত্র দেখ।	(খ) উক্ত ভোগানুমতিপত্রদ্বারা খাজানা নিরূপিত হইয়া কোন রূপ সেলামী দেওয়া কি অর্পণ করা না গেলে এবং উক্ত পত্র নির্দ্দিষ্ট কোন মিয়াদের নিমিত্ত যে করা গেল এমন কোন কথা তন্মধ্যে লেখা না থাকিলে	উক্ত ভোগানুমতিপত্র দশ বৎসর পর্য্যন্ত চলিলে গড়ে যত বাৎসরিক খাজানা দেওয়া যাইত কি অর্পণ করা যাইত তত্তুল্য টাকার কি মূল্যের (২১ নং) সমর্পণপত্রের তুল্য মাসুল।
	(গ) ভোগানুমতিপত্রে জরিমানা কি সেলামী দিবার নিয়ম থাকিলে ও খাজানা দিবার কথা না থাকিলে	উক্ত ভোগানুমতি পত্রে লিখিত জরিমানা কি সেলামীর তুল্য টাকার কি মূল্যের (২১নং) সমর্পণপত্রের তুল্য মাসুল।
	(ঘ) ভোগানুমতিপত্রে যে খাজানা নির্দ্ধারিত হয় তদতিরিক্ত জরিমানা কি সেলামী গৃহীত হইলে ...	জরিমানা কি সেলামী না দেওয়া কি অর্পণ করা গেলে পত্রে যে মাসুল লাগিত তদতিরিক্ত উক্ত পত্রে উল্লিখিত জরিমানা কি সেলামীর তুল্য টাকার নি মূল্যের (২১ নং) সমর্পণপত্রের তুল্য মাসুল। কিন্তু ভোগানুমতিপত্রে মূল্য পরিমিত যে ইষ্টাম্প লাগে ভোগানুমতিপত্র সম্পর্কীয় নিয়মপত্রে সেই ইষ্টাম্প লাগান গেলে এবং সেই নিয়মপত্রানুযায়ী কোন ভোগানুমতিপত্র পরে সম্পাদিত হইলে সেই ভোগানুমতিপত্রে আট আনার অধিক মাসুল লাগিবে না।
৪০। শ্যারের নিরূপণপত্র অর্থাৎ কোন কোম্পানির কি প্রস্তাবিত কোম্পানির শ্যারের কিম্বা কোন কোম্পানি কি প্রস্তাবিত কোম্পানি যে ঋণ তুলিবেন তাহার শ্যারের নিরূপণপত্র		এক আনা।
৪১। লেটর অফ ক্রেডিট (অর্থাৎ বরাৎ চিঠী) অর্থাৎ যে নিদর্শন পত্রদ্বারা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এরূপ ক্ষমতা দেয় যে যাহার অনুকূলে উক্ত পত্র লিখিত হইয়াছে তাহাকে ঋণ দিতে পারে		এক আনা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
৪২। খাতকী অনুমতিপত্র অর্থাৎ মহাজনেরা নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত খাতকের উপর দাওয়া স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে স্বীয় বিবেচনামতে কর্ম্ম চালাইতে দিবেন, সাধু ও খাতকের মধ্যে এই মর্ম্মের নিয়মপত্র	দশ টাকা।
৪৩। কোম্পানি সমবায়ের মর্ম্মাত্মকপত্র	পোনেরো টাকা।
৪৪। বন্ধকীপত্র অর্থাৎ এই তফসীলের ১৪ নং ১৫ নং, ২৯ নং, বা ৫৫ নং, পত্রে যাহার বিধান করা যায় নাই।	
(ক) বন্ধকদাতা উক্ত বন্ধকীপত্র সম্পাদন কালে উল্লিখিত সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের দখল দিলে কিম্বা দিতে স্বীকার করিলে	উক্ত পত্রদ্বারা রক্ষিত মূল্যে (২১ নং) সমর্পণপত্রে যে মাসুল লাগিত তত্তুল্য মাসুল
২ তফসীলের ১২ নং এবং ১৪ (খ) নং বর্জ্জিতপত্র দেখ, ...	
(খ) সম্পাদন কালে উক্তমতে দখল দেওয়া না গেলে কিম্বা দিতে স্বীকার করা না হইলে,	উক্ত পত্রের রক্ষিত মূল্যের (১৩নং) নিবন্ধপত্রে যে মাসুল লাগিত তত্তুল্য মাসুল।
৪৫। নোটেরিয়ল আক্ট অর্থাৎ নোটরি পবলিক স্বীয় পদসংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনক্রমে কি অন্য ব্যক্তি নোটেরি পব্লিকস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া যে কোন নিদর্শনপত্র কি পৃষ্ঠলিপি করেন কি যে নোট কি সাক্ষ্য কি সার্টিফিকেট, কি এণ্ট্রি লেখেন কি উক্ত যে পত্রাদিতে স্বাক্ষর করেন তাহার	এক টাকা।
৪৬। মন্তব্য কি মর্ম্মাত্মক লিপি অর্থাৎ যে লিপিতে দালাল কি এজেণ্ট স্বীয় মওক্কেলের পক্ষে ক্রীত অথবা বিক্রীত কুড়ি টাকার অধিক মূল্যের মালের কি ষ্টাকের কি ক্রেয় বিক্রেয় সিক্যুরিটির সম্বাদ লিখিয়া মওক্কেলের নিকট পাঠান তাহা	এক আনা।
৪৭। জাহাজের কাপ্তানের প্রোটেষ্টের নোটিস	আট আনা।
বিভাগপত্র ... (৩৭ নং নিদর্শনপত্র দেখ।) ...	
সত্ত্বসমর্পণপত্র ... ।(৩২ নং ও ৩৩ নং নিদর্শনপত্র দেখ।)	
৪৮। কোন দ্রব্য গঠনের নূতন ধারার নির্দ্দেশপত্র অর্পণ করিবার অনুমতিপত্র কিম্বা ভারতবর্ষের মধ্যে সেই নবকল্পিত দ্রব্য একা করিবার ও ব্যবহার ও বিক্রয় করিবার অনুমতির সময় বৃদ্ধি করণের প্রার্থনাপত্র	এক শত টাকা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।		ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।	
		এক২ লিপি করা গেলে	যোতন্ন লিপি করা গেলে এক২ খণ্ডের।
৪১। বিমাপত্র। ২ তফসীলের (১৪ (ক) নং) বৰ্জ্জিতপত্র দেখ।	(ক) সামুদ্রিক বিমাপত্র হইলে যে সংখ্যক টাকার নিমিত্ত বিমা করাগেল তাহা১০০০ টাকার অধিক না হইলে...	।০	৵০
	১০০০ টাকার উপর যত টাকা হউক প্রত্যেক১০০০টাকার কি তাহার কোন অংশের প্রতি	।০	৵০
	(খ) অন্য প্রকারের বিমা-পত্র হইলে...		
	যে সংখ্যক টাকার নিমিত্ত বিমা করা গেল তাহা ১০০০ টা-কার অধিক না হইলে ...	।৵০	৶০
	১,০০০টাকার উপর যত টাকা হউক প্রত্যেক ১০০০ টাকার কি তাহার কোন অংশের প্রতি	।৵০	৶০
৫০। মোক্তারনামা অর্থাৎ যাহা ৫১ নং মতে মাসুল যোগ্য প্রতিনিধিপত্র নয়	(ক) একই ব্যাপার সম্বন্ধে এক কি কএকখানি দলীল রেজি-ষ্টরী করিবার জন্যে উপ-স্থিত করানরূপ একই অভি-প্রায়ে সম্পাদিত হইলে ...	আট আনা।	
	(খ) (ক) লিখিত অভিপ্রায় ভিন্ন একই ব্যাপার সম্বন্ধে এক বা অনেক ব্যক্তিকে কার্য্য করি-বার ক্ষমতাদান হইলে ...	এক টাকা।	
	(গ) পাঁচের অনধিক ব্যক্তির প্রতি একাধিক ব্যাপারে কি সাধারণমতে একত্র বা স্বতন্ত্র কার্য্য করিবার ক্ষমতাদানহইলে	পাঁচ টাকা।	
	(ঘ) পাঁচের অধিক কিন্তু দশের অনধিক ব্যক্তির প্রতি একা-ধিক ব্যাপারে কি সাধারণ-মতে একত্র বা স্বতন্ত্র কার্য্য করিবার ক্ষমতাদান হইলে ...	দশ টাকা।	
	(ঙ) স্থলান্তরে	ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি এক টাকা।	

ব্যাখ্যা।—এই সংখ্যা সম্বন্ধে একাধিক ব্যক্তি একই কার্য্যের লোক এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাশুল।
প্রমিসরি নোট। ... (১১ নং বিল অব একশচেঞ্জ দেখ।)	
প্রোটেষ্ট লিপি অর্থাৎ বিল অব একশ্চেঞ্জ কি প্রমিসরি নোট অমান্য হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ নোটারি পবলিকের অথবা আইন অনুসারে তদ্রূপ কার্য্যকারী অন্য ব্যক্তির লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র (৪৫ নং নোটেরিয়ল আক্ট দেখ।)	
জাহাজের অধ্যক্ষের প্রোটেষ্ট লিপি অর্থাৎ ক্ষতির হিসাব ও পড়তা করিবার জন্য তাহার লিখিত সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক প্রতিজ্ঞাপত্র, এবং ভাড়াকারীর বা মালগ্রহীতার বোঝাই না দিবার বা না নামাইবার বিষয়ে তাহার লিখিত প্রত্যেক প্রতিজ্ঞাপত্র, এরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র নোটারী পবলিকের কিম্বা আইন অনুসারে তদ্রূপ কার্য্য কারী অন্য ব্যক্তির সাক্ষ্য বা সর্টিফিকেট যুক্ত হইলে, (৪৫ নং নোটেরিয়ল আক্ট দেখ।)	
৫১। প্রতিনিধি অর্থাৎ কোন এক সভায় মত জানাইবার অনুমতি পত্র, যথা; ...	
(ক) যে কোম্পানির কি সমাজের সম্পত্তি কি মূলধন অংশাংশে বিভক্ত ও হস্তান্তর করণীয় হয় তদন্তর্গত ব্যক্তিদের সভায়, ...	এক আনা।
(খ) মুনিসপিল কমিশ্যনরদের সভায় ...	
(গ) বিদ্যালয়াদির অধিকারিদের কি মেম্বরদের কি ধনদাতাদের সভায়, ...	
৫২। যে টাকা বা অন্য সম্পত্তির পরিমাণ বা মূল্য কুড়ি টাকার অধিক তাহার নিমিত্ত রসীদ ...	এক আনা।
২ তফসীলের (১৫ নং) বর্জ্জিত পত্র দেখ।	
৫৩। বন্ধকগ্রহীতার অধিকার স্থিত বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃ সমর্পণপত্র। (ক) সম্পত্তি যত টাকার নিমিত্ত বন্ধক দেওয়া যায় তাহা ১০০০ টাকার অধিক না হইলে ...	উক্ত পত্রমত নিরূপিত মূল্যের (২১ নং) সমর্পণপত্রের তুল্য মাশুল
(খ) স্থলান্তরে ...	দশ টাকা।
৫৪। মুক্তিপত্র অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যে নিদর্শনপত্র দ্বারা অন্য ব্যক্তির উপর কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কোন সম্পত্তির উপর দাওয়া পরিত্যাগ করেন তাহা (ক) দাওয়ার টাকা ১০০০ টাকার অধিক না হইলে ...	উক্ত পত্রমত নিরূপিত পরিমাণ বা মূল্যের (১৩ নং) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাশুল।
(খ) স্থলান্তরে ...	পাঁচ টাকা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
৫৫। রেষপণ্ডেনসিয়া বাণ্ড অর্থাৎ এরূপ লিপি যদ্দ্বারা জাহাজে বোঝাই লওয়া কি বোঝাই করিবার জন্য প্রস্তুত রাখা মালের মাতব্বরিতে এবং তাহা যদি ঠিকানায় পৌঁছে তবে পরিশোধ করিবেন নতুবা নহে এরূপ নিয়মে টাকা কর্জ্জ লওয়া বুঝায়	[১৩ নং] নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল।
৫৬। সম্পত্তি কোন কার্য্যে ন্যস্ত থাকিলে তাহা (উইল ভিন্ন) অন্যথা করণার্থ পত্র	দশ টাকা।
৫৭। নিরূপণপত্র	উক্তপত্রমত নিরূপিত সম্পত্তির পরিমাণ বা মূল্যের টাকার [১৩ নং] নিবন্ধপত্রের তুল্য মাসুল।
৫৮। শিপিং অর্ডর অর্থাৎ কোন জাহাজে মাল চালাইবার জন্যে কি তৎসম্পর্কীয় আদেশপত্র	এক আনা।
নির্দ্দেশপত্র ... ৪৮ নং প্রার্থনাপত্র দেখ। ...	
৫৯। ভোগানুমতি পত্র ত্যাগ করণ পত্র ... ... (২ তফসীলের [১৬ নং] বর্জ্জিত পত্র দেখ।) [ক] ভোগানুমতি পত্রের উপর পাঁচ টাকার অধিক মাসুল না লাগিলে	ভোগানুমতি পত্রের উপর যত মাসুল তত।
[খ] স্থলান্তরে	পাঁচ টাকা।
৬০। হস্তান্তর পত্র। ... ... (২ তফসীলের [১৭ নং] বর্জ্জিত পত্র দেখ।) [ক] কোন কোম্পানির কি সমাজের শ্যারের হস্তান্তর-পত্র হইলে	[২১] নং সমর্পণপত্রের দেয় মাসুলের চারি অংশের এক অংশ।
[খ] নিবন্ধপত্র কি ভোগানুমতি পত্র কি বন্ধকীপত্র কি বিমাপত্র দ্বারা রক্ষিত কোন স্বার্থের হস্তান্তরপত্র হইলে ...	
[১] উক্ত নিবন্ধ কি ভোগানুমতি কি বন্ধকী কি বিমাপত্রের মাসুল ৫ টাকার অধিক না হইলে	উক্ত নিবন্ধ কি ভোগানুমতি কি বন্ধকী কি বিমাপত্রের তুল্য মাসুল।
[২] স্থানান্তরে	পাঁচ টাকা।
[গ] আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের ৩১ ধারামতে কোন সম্পত্তির হস্তান্তরপত্র হইলে	দশ টাকা।

নিদর্শনপত্রের বর্ণনা।	ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মাসুল।
[ঘ] এক ন্যাসধারি হইতে অন্য ন্যাসধারীর নিকট বিনামূল্যে অর্পিত কোন ন্যস্ত সম্পত্তির হস্তান্তরপত্র হইলে	পাঁচ টাকা।
ন্যাস ... ... ২৫ নং প্রতিজ্ঞাপত্র ও ৫৬ নং অন্যথাকরণপত্র দেখ।	
মূল্য নিরূপণ ... ... ৭ নং নিদর্শনপত্র দেখ।	
৬১। মাল প্রাপ্তির ওয়ারণ্ট অর্থাৎ কোন গদীতে কি আড়তে কি ঘাটে যে দ্রব্য থাকে সেই দ্রব্যে যে নিদর্শনপত্রক্রমে তন্নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির কি তদীয় প্রতিপুরুষের কিম্বা ঐ পত্রের অধিকারির স্বত্ব প্রমাণ হয় সেই দ্রব্য যে ব্যক্তির রক্ষণে থাকে সেই নিদর্শনপত্র তৎকর্ত্তৃক কি তাঁহার পক্ষে স্বাক্ষরিত কি শংসিত হইলে তাহা......	চারি আনা।

দ্বিতীয় তফসীল।

ইষ্টাম্পের মাসুল বর্জ্জিতপত্র।

১। আফিডেবিট বা লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র নিম্নলিখিত স্থলে করা গেলে,

(ক) ভারতবর্ষীয় যুদ্ধবিষয়ক প্রকরণমতে পল্টনে ভুক্ত হইবার নিয়ম বলিয়া করা গেলে।

(খ) কোন আদালতে কি কোন আদালতের কার্য্যকারকের সম্মুখে দাখিল কি ব্যবহার করা যায় অব্যবহিত এই উদ্দেশে করা গেলে।

(গ) কোন ব্যক্তি যেন পেনশ্যন কি উপকারার্থ বৃত্তি হইতে পারেন কেবল এই অভিপ্রায়ে করা গেলে।

২। নিয়মপত্র বা নিয়মপত্রের মর্ম্মাত্মকপত্র।

(ক) ১ তফসীলের ৪৬ নং ক্রমে মাসুলযোগ্য কোন মন্তব্য কি মর্ম্মাত্মকলিপি না হইয়া কেবল মাল কি বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করণার্থে কি তৎসম্পর্কে করা গেলে তাহা।

[খ] কিম্বা ভারতবর্ষীয় লোকেরা ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশে মজুরী করিবার নিমিত্ত গিয়া রাজসম্পর্কীয় ভিন্নদেশ গমনকার্য্যের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে কিম্বা ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের প্রতিনিধিস্বরূপ গবর্ণমেণ্টের অন্য যে কর্ম্মকারক কর্ম্ম করেন তাঁহার সঙ্গে ঐ দেশে প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিবার চুক্তি হইলে সে চুক্তিপত্র।

[গ] গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত পোস্তের চাষ করণার্থ রায়তদের ঐ পত্র।

[ঘ] কোন লোকের নিমিত্ত কি তৎসম্পর্কে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নামে ঋণ দিবার প্রস্তাবপত্র।

[ঙ] বোম্বাইয়ের ১৮৬৫ সালের ১ আইনবলে জরীপী নম্বরযুক্ত ভূমির মূল্য করিবার ও তাহার রাজস্ব দিবায় সম্পর্কে করা গেলে তাহা।

[চ] ইউরোপীয় বেটুয়াগিরি বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের ১৭ ধারাক্রমে করা গেলে তাহা

৩। কেবল এক ব্যক্তির জ্ঞাপনার্থে যে মূল্য নিরূপণপত্র করা যায় নিয়মপত্র দ্বারা কিম্বা আইনের বলে উভয় পক্ষ কোন প্রকারে তাহাতে আবদ্ধ না থাকিলে সেই পত্র।

৪। ভূম্যধিকারীকে কত খাজানা দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশে শস্যের মূল্য নিরূপণ পত্র।

৫। ১৮৪৭ সালের ২০ আইনের ৫ ধারামতে লেখাইয়া গ্রন্থস্বত্ব অর্পণ করণপত্র।

৬। ১৮৭৩ সালের বোম্বাই প্রদেশের ৬ আইনের ৮১ ধারাক্রমে, কিম্বা ১৮৭৪ সালের বোম্বাই প্রদেশের ৩ আইনের ১৮ ধারাক্রমে মীমাংসাপত্র।

৭। বিল অফ লেডিং যদি তন্নির্দ্দিষ্ট মাল, ১৮৭৫ সালের ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক আইনের বর্ণনানুযায়ী কোন বন্দরের সীমার মধ্যে কোন স্থানে গৃহীত হইয়া সেই বন্দরের সীমার মধ্যে অন্য কোন স্থানে সমর্পিত হয়।

৮। নিবন্ধপত্র এইং লোকদের দ্বারা করা গেলে—

[ক] মধ্যবর্ত্তি ব্যক্তির অর্থাৎ নম্বরদারেরা বা খতদারেরা গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত পোস্তের চাষ করিবার জন্যে আগাম টাকা পাইলে তাহাদের জামিনদের।

[খ] ১৮৭৬ সালের বঙ্গদেশীয় ৩ আইনের ৯৯ধারামতে প্রণীত বিধি অনুসারে যে সরদারেরা মনোনীত হন ঐ আইনমতে আপনং কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহকরণ বিষয়ে তাঁহাদের।

[গ] দাতব্য ঔষধালয়ের কি হাস্পাতালের কি সাধারণের উপকারজনক অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত যে চাঁদা লোকের নিকট আদায় হয় তদুৎপন্ন স্থানীয় আয় মাসে নির্দ্ধারিত টাকার কম হইবে না ইহার জামিনস্বরূপ কোন ব্যক্তির।

৯। নকল অর্থাৎ রাজকীয় কোন কার্য্যালয়ের কাগজপত্রের মধ্যে রাখিবার জন্যে কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যাধ্যক্ষে রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের প্রতি আইনমতে যে পত্রাদি নকল করিয়া দিতে স্পষ্ট আদেশ থাকে তাহার নকল।

১০। বিদেশগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭০ সালের আইনের ২৭ বা ২৯ ধারাবলে প্রদত্ত বিদেশগামিদিগের রেজিস্টরির নকল।

১১। [ক] রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত কোন হাই কোর্টে প্রবিষ্ট হইবার পরে, কোন আডভোকেট, উকীল বা আটর্নির কোন হাই কোর্টে প্রবেশ পত্র।

[খ] এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে আর্টিকলড ক্লার্করূপে আবদ্ধ হইয়া কোন হাই কোর্টের আটর্নি হইবার প্রবেশ পত্র।

১২। নিদর্শনপত্র অর্থাৎ

[ক] কোন ব্যক্তিরা ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালে আইনমতে স্বয়ং কি জামিন দ্বারা টাকা আগাম লইয়া তাহা ফিরাইয়া দিবার প্রতিভূস্বরূপ নিদর্শনপত্র সম্পাদন করিলে তাহা।

[খ] গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরা আপনাদের কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করণ অথবা তদ্দ্বলে যে টাকা প্রাপ্ত হন তাহার নিয়মিত নিকাশ দেওন বিষয়ক নিদর্শনপত্র স্বয়ং অথবা জামিনদ্বারা সম্পাদন করিয়া দিলে তাহা।

[গ] ১৮৫০ সালে ১৯ আইনের বলে কোন মাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক অথবা সাধারণের উপকার। কোন তহবীলহইতে কি তাহার খরচে কোন ব্যক্তিকে কর্ম্ম শিখাইবার বিষয়ে নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হইলে তাহা।

১৩। ভোগানুমতিপত্র ও কবুলিয়ত, অর্থাৎ

[ক] ব্রহ্মদেশীয় জলকরবিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমতে জলকরের যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা।

[খ] জরিমানা বা সেলামী দেওন কি অর্পণ করণ ভিন্ন কোন ভোগানুমতিপত্র কোন কৃষক সম্বন্ধে সম্পাদিত হইলে আর তাহাতে এক বৎসরের অনধিক মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট

থাকিলে কিম্বা তাহার নির্দ্ধারিত বার্ষিক খাজানা ১০০ টাকার অনধিক হইলে সেই ভোগানুমতিপত্র।

[গ] কৃষককে যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহার কবুলিয়ত।

১৪। পত্র অর্থাৎ

[ক] বিমাপত্র দিবার পত্র কি প্রতিজ্ঞাপত্র।

কিন্তু ঐ বিমাপত্রের উপর এই আইনমতে যত ইষ্টাম্প লাগে ঐ পত্রে কি প্রতিজ্ঞাপত্রে সেই ইষ্টাম্প না থাকিলে তদনুসারে টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে না ও তদুল্লিখিত বিমাপত্র দেওয়াইবার কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে তাহার ফল দর্শিবে না।

[খ] বিল অফ এক্সচেঞ্জের সহিত সম্পত্তি বন্ধক রাখিবার পত্র।

১৫। রসীদ অর্থাৎ

[ক] নিয়মিত ইষ্টাম্প যুক্ত কিম্বা এই তফসীলের [১৮ নং] বলে মাসুল হইতে মুক্ত যে নিদর্শনপত্রে মূল্যের টাকা ব্যক্ত আছে ও যদ্দ্বারা কোন আসল টাকা কি সুদ কি বার্ষিক বৃত্তি কি সাময়িক দেয় কোন টাকা রক্ষিত হয় তাহার পৃষ্ঠে কি গর্ব্বে উক্ত টাকা প্রাপ্তির স্বীকারের কথা থাকিলে তাহা।

[খ] বিমামূল্যে দত্ত কোন টাকার রসীদ।

[গ] কৃষক গবর্ণমেণ্টের রাজস্বদায়ি ভূমির কিম্বা [মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশে] ইনাম ভূমির খাজানা দিলে কৃষককে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা।

[ঘ] শ্রীশ্রীমতীর পল্টনের কিম্বা শ্রীশ্রীমতীর ভারতবর্ষীয় পল্টনের সনদ অপ্রাপ্ত হুদ্দাদারেরা কি সিপাহীরা পল্টনের কর্ম্মকরণ কালে বেতন পাইয়া যে রসীদ দেন তাহা।

[ঙ] যাঁহারা অন্য কোন পদে গবর্ণমেণ্টের নিকট কর্ম্ম না করিয়া কেবল সনদ অপ্রাপ্ত হুদ্দাদার কি সিপাহীস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া যে পেনশ্যন কি বৃত্তি পাইতে পারেন তাহা পাইয়া যে রসীদ দেন তাহা।

[চ] রসীদের উল্লিখিত টাকা যাহার বেতন কি বৃত্তি হইতে নিরূপণ করা যায় সেই ব্যক্তি উক্ত কোন এক পল্টনের সনদ অপ্রাপ্ত হুদ্দাদার কি সিপাহী হইয়া সেই পদের কর্ম্ম করিতে থাকিলে পরিবারের সর্টিফিকেট ধারী তাহার যে রসীদ দেন তাহা।

[ছ] কোন মণ্ডল বা নম্বরদার ভূমির রাজস্ব বা কর সংগ্রহ করিয়া তজ্জন্য যে রসীদ দেন তাহা।

[জ] কোন কুঠিয়ালের কাছে যাহার হিসাব লওয়া যাইবে এমত গচ্ছিত টাকার কিম্বা টাকার সিকুরিটির নিমিত্ত যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা।

পরন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে ঐ টাকা হিসাব যে ব্যক্তিকে দিতে হইবে তিনি ভিন্ন অন্য কাহার স্থানে কি হাতে ঐ টাকা পাইবার কথা ব্যক্ত না হয়।

অধিকন্তু অংশের নিরূপণপত্রের নিমিত্ত কি তাহার উপর, ও কোন কোম্পানির কি সমাজের কিম্বা প্রস্তাবিত কি ভাবি কোন কোম্পানির কি সমাজের কোন স্টকের কি অংশের উপর টাকা দিবার আদেশ হইলে তৎসম্পর্কে যে টাকা দেওয়া যায় কি গচ্ছিত হয় তাহার রসীদের কি প্রার্পণের স্বীকারপত্রের প্রতি এই মুক্তহওয়ার বিধান বর্ত্তিবে না,

১৬। যে ভোগানুমতিপত্র মাসুল হইতে মুক্ত তাহা ত্যাগ করণপত্র।

১৭। পৃষ্ঠলিপিক্রমে হস্তান্তরপত্র অর্থাৎ

[ক] বিল অফ একসচেঞ্জের কি চ্যাকের কি প্রমিসরি নোটের,

[খ] বিল অফ লেডিঙ্গের,

সূচীপত্র।

ডি. ফিটস্‌পাট্রিক,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

পুস্তক	মূল্য।
১৮৬০ সালের ৪৫ আইন	১৲
১৮৭২ ঐ ১০ ঐ	১৲
১৮৭২ ঐ ৯ ঐ	॥০
১৮৭২ ঐ ১ ঐ	॥০
১৮৭০ ঐ ৪ ঐ	।০
১৮৭৭ ঐ ৩ ঐ	।০
১৮৬৯ ঐ ৮ ঐ	২৲
১৮৬৫ ঐ ১০ ঐ	১৲
১৮৭০ ঐ ২৭ ঐ	৴০
১৮৭৭ ঐ ১০ ঐ	২৲
১৮৭৭ ঐ ১৫ ঐ	।০
জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত প্রশ্ন গণনা ...	।৴০
অপরোক্ষানুভূতিঃ	।০
ঔষধসিন্ধুলহরি	২॥০
কর্ম্মবিপাক শাতাতপীয়	।০
আমার এক মজার কথা অতি আশ্চর্য্য	৸০
ঐ দ্বিতীয় পর্ব্ব	৸০
কৌতুকবিলাস	॥০
জ্যোতিষসারসংগ্রহ	॥০
দ্বারকাকেলীকৌমুদী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা বর্ণন	১৲
দময়ন্তীবিলাপ কাব্য	।০
নিত্যকর্ম্ম	৴০
নিদান সটীক	৪৲
নিদানার্থচন্দ্রিকা	২৲
পঞ্জাব ইতিহাস	১৲
পাকরাজেশ্বর	৸০
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	১৲
ব্যাকরণ মুগ্ধবোধ	॥০
ব্যবস্থাসর্ব্বস্ব	১৲
ব্যবস্থার্ণব	৸০
রামায়ণ সপ্তকাণ্ড	১৲
ঐ প্রতিমূর্ত্তি সহিত	২৲
রাসবিলাস	॥০
শিবসংহিতা (যোগশাস্ত্র)	১৲
সমস্যাসংগ্রহ ৩ খণ্ড, প্রত্যেক খণ্ড ...	।০

কৃষ্ণদাসৌষধিতত্ত্বজ্ঞান।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা মতে যে যে দ্রব্য ঔষধে ব্যবহার্য্য তৎসমুদয় দ্রব্যের পর্য্যায়, উৎপত্তি, আকৃতি, শুদ্ধি, জারণ, মারণ, গুণ ও ক্রিয়াদি সমস্ত শ্রীকৃষ্ণদাস বসুমল্লিক দ্বারা সংগৃহীত

মূল্য ... ... ৪৲

মাসুল ও প্যাকিং ৵১০

বিবিধবিষচিকিৎসাবলী।

সর্প, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুক্কুর, ভল্লুক, বানর, মনুষ্য, বনমনুষ্য, মূষিক, লূতা, বৃশ্চিক ও নানা প্রকার কীট এবং হাঙ্গর, কুম্ভীর, জলৌকা, মণ্ডূক প্রভৃতি বিষধর জন্তু সকলের নখ দন্তাদির আঘাতে এবং পঞ্চপঞ্চাশৎ প্রকার কন্দজাদি স্থাবর বিষসেবনে মনুষ্যের মৃত্যু সম্ভাবনা, সেই বিষাদজনক বিষব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার উপায়রূপ ঔষধ সকল নানাবিধ তন্ত্রশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ এবং ইংরাজী বিবিধ গ্রন্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস বসুমল্লিক দ্বারা সংগৃহীত।

মূল্য ... ... ১।০

মাসুল ও প্যাকিং ৵০

পূজাপদ্ধতিঃ।

সর্ব্বপ্রকার দেবদেবীর পূজা, বিশেষতঃ বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, কালীপুরাণ, দেবীপুরাণ ও স্মার্ত্তসম্মত দুর্গাপূজা এবং পূজার অধিকারী নিরূপণ, আসন ও পুষ্পাদি অবধারণ প্রভৃতি সাধারণ ব্যবস্থা সম্বলিত তুলোট কাগজে পুথির আকারে শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক পরিশোধিত মূল্য ... ... ২॥০

মাসুল ও প্যাকিং ৵১০

ব্রতমালা দ্বিতীয়সংস্করণ পুথির আকারে মুদ্রিত

মূল্য ... ... ১॥০

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী সটীক ঐ ২॥০

সর্ব্বসৎকর্ম্মপদ্ধতিঃ সটীক ঐ ২॥০

ভবদেব পদ্ধতিঃ সটীক ... ... ১৲

বিরাটপর্ব্ব সংস্কৃত ঐ ... ২॥০

কলিকাতা চিৎপুররোড, নং ৩১৯ বটতলা। } শ্রীনৃত্যলাল শীল।